লেন ধীরবরের বিনাশার্থ যুদ্ধ যাত্রা করিবেন অবিলম্বে সৈন্য প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহাতে প্রাচীনসেনাপতি নির্ব্বোধ রাজাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিলেন তথাপি যুবরাজ তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া চতুরঙ্গিণীসেনাসহ রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, পক্ষান্তরে ধীরবর শ্রবণ করিলেন ভ্রান্ত সহোদর ক্রোধান্ধতাপ্রযুক্ত যুদ্ধার্থ আসিতেছেন অতএব ক্রোধশান্ত্যর্থ স্ববয়স্য শ্যামশাস্ত্রিকে ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন, শ্যামশাস্ত্রী আসিয়া যুবরাজকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্, সৌভ্রাত্র সৌহার্দ্দাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কারণ রণক্ষেত্রে শোণিতপঙ্ককরণে, রাজপুরুষদিগের কি পুরুষার্থ আছে, কনিষ্ঠ রাজকুমার পৈত্রিকবিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার বনবাস করিতেছেন তথাচ তাহাঁর প্রতি আপনকার এরূপ রাগপ্রকাশ করণের কারণ কি হইল, আপনি রাগসম্বরণ করুন, ধীরবর আপনকার সহিত যুদ্ধেচ্ছু বা পৈত্রিকসিংহাসনেচ্ছু নহেন, শ্যামশাস্ত্রী যুবরাজকে আরো বিবিধপ্রকারে উপদেশ দিলেন কিন্তু রাজা তাহা না শুনিয়া অধিক রাগোন্মত্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন ধীরবরের নির্ম্মস্তক শরীর দর্শন বিনা খড়্গত্যাগ করিবেন না এই সময়ে সাধারণ লোকসকল ও রাজমন্ত্রিরা শ্রবণ করিলেন বীরবর ক্রোধান্ধ হইয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে রণক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছেন অতএব রাজ্যের তাবৎলোক এক বাক্যতাপূর্ব্বক ধীরবরের পক্ষে বীরবরের বিপক্ষ হইলেন তাহাতে প্রথমত

এক সামান্য যুদ্ধ হয় কিন্তু সে যুদ্ধে বীরবরের মানস বিফল হইল, রাজকীয় সৈন্যেরা যখন দেখিলেন তাবতে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন তখন তাঁহারা পরাঙমুখ হইলেন তাহাতে যুবরাজের দল ভঙ্গবস্ত হইল অতএব প্রজারা সুযোগ পাইয়া রাজরুধিরে অস্ত্র পূজা করিলেন তৎপরে সর্ব্ব সামঞ্জস্যে ধীরবর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, হে রাজকুমার, দেখ, অপ্রিয় ভাষির প্রিয়তম লোকেরা ও অপ্রিয় হইয়া রাজকুমারকে সংহার করিলেন।

হে নৃপ তনয়, নানা ব্যাকরণানুশাসিত সংশোধিতরূপে সংসৃষ্ট যে বাক্যসকল তাহারদিগের কৃপাতেই জগতের সকল ব্যবহারাদি নিষ্পন্ন হইতেছে, বাক্যস্বরূপ জ্যোতি না থাকিলে সকলসংসার অন্ধকার থাকিত অতএব বাক্যই জগৎপ্রকাশের জ্যোতিস্বরূপ হয়, দর্পণেতে সন্নিহিত পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যায় অসন্নিকৃষ্টের আভাসপ্রকাশ পায় না কিন্তু বাক্যেতে ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান সকল পদার্থই প্রকাশ হইতেছে, তাহার প্রমাণ দেখ, যুধিষ্ঠিরাদি মহারাজাধিরাজ সকল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন আমরা তাঁহারদিগকে দর্শন করি নাই তথাচ বাক্যস্বরূপ আলোকেতে এইক্ষণে ও তাঁহারা আমারদিগের জ্ঞানগোচর হইতেছেন আর অতি দূরদেশে যে সকল ব্যাপার হইয়া থাকে বাক্যজ্যোতির অনুগ্রহে তাহা ও সর্ব্বদা জানিতেছি, এই সকল কারণে পণ্ডিতেরা রা

ক্যকে গোশব্দবাচ্য কহিয়াছেন কেন না নির্দোষ কোমলাক্ষ
রে যদ্যপি বাক্যপ্রয়োগ করা যায় তবে প্রয়োগকর্ত্তার প
ক্ষে সেই বাক্য কামধেনু স্বরূপ হয় কিন্তু সদোষ কর্কশাক্ষরে
প্রয়োগ করিলে প্রয়োগকর্ত্তাকে গোত্বে ভাসমানকরে অতএব
বাক্য প্রয়োগ করণ অতিশয় কঠিন বিষয়, কেহ বাক্যেতে হ
স্তীপায় কেহ বা সেই বাক্যেতে হস্তির পায় এই কারণ পণ্ডি
তেরা অতি সাবধানে বাক্য প্রয়োগ করেন এবং সেই বাক্য
প্রসাদেই পণ্ডিতগণ রাজপূজ্য হয়েন যেহেতু বাক্যেতে কি
ঞ্চিন্মাত্র দোষ থাকিলে ও তাঁহারা সে বাক্য ব্যবহার করেন
না, সর্ব্বাঙ্গে চারুআভরণাদি ভূষিতা পরম সুন্দরী চার্ব্বঙ্গী অ
ঙ্গনা হইলেও যদ্যপি তাঁহার গাত্রে শিত্ররোগ থাকে তবে সে
ই বরারোহা নায়কমণ্ডলে নিন্দনীয়া হয়েন সেইরূপ বাক্যে
তে ক্ষুদ্র দোষ থাকিলে ও সে বাক্য ব্যবহারযোগ্য নহে কিন্তু
অপণ্ডিত লোকেরা বাক্যের দোষ গুণ বিভাগ করিতে পারে
না অতএব পণ্ডিতেরা বাক্যের দোষগুণ বিভেদ করিয়া গদ্যে
পদ্যে নানা প্রকার প্রভেদ করিয়াছেন এবং সেই বাক্য যে
রূপে কহিবেন তাহার প্রণালী ও বলিয়াছেন, শাস্ত্র দর্শিরা
কহেন অধিক ভাবেতে ও রসেতে পরিপূর্ণ যেবাক্য, প্রয়োগ
কর্ত্তা সেই বাক্যের ব্যবহার করিবেন কিন্তু অধিক বাক্যপ্র
য়োগ কর্ত্তব্য নহে অধিক বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রয়োগ কর্ত্তা
র বাক্যের দোষাদোষ বিবেচনা থাকেনা অতএব অন্যের নি
কট অনেক শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অল্প কহিবেন এবং যাহা কহি

যেন তাহা অকাট্য হইবে আর বাক্য কহিবার পূর্ব্বেই বিবেচ না করিতে হইবেক কথা কহিলে পরে যেন তাহা স্মরণ থাকে এবং কার্য্য দ্বারা ও রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু অজ্ঞানলোকেরা এসকল বিবেচনা করিতে পারে না কথোপকথন কালীন তাহারা অনেক বলে সুতরাং কিঞ্চিৎকাল পরেই তাহা স্মরণ থাকে না এই কারণ পুনর্জিজ্ঞাসিত হইলে তাহারা প্রকারান্তরে উত্তর করে অথবা অপহ্নব করিয়া মিথ্যাবাদী প্রকাশ পায় অতএব বাক্যপ্রয়োগের পূর্ব্বেই বিজ্ঞলোকেরা বিবেচনা করেন, যেহেতু প্রকাশ করণের অগ্রে বাক্যসকল প্রয়োগ কর্ত্তার অধীন থাকে কিন্তু বহির্গত হইলে বাক্য শত্রু মিত্র দুই হইতে পারে এবং অবিবেচনা পূর্ব্বক বহুভাষী হইয়া প্রয়োগ করিলে প্রায়ই শত্রু স্বরূপ হয়, ইহার এক উদাহরণ বলি রাজকুমার তাহাতে কর্ণপাত কর।

উদয়মঙ্গলদেশেতে জয়মঙ্গলনামে এক মহারাজা ছিলেন সর্ব্ব প্রকারে নীতিপণ্ডিত জয়মঙ্গল রাজা দিবসে রাজকার্য্যাদি করিয়া সন্ধ্যার পর স্ববয়স্যগণ সমভিব্যাহারে উদ্যানস্থ অট্টালিকায় বসিয়া কৌতুক জনক নানা গল্পাদি শ্রবণ করিতেন এবং যাহারা সুশ্রাব্য উপগল্পাদি বলিতে পারিত ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আমোদ জনক উপগল্পাদি করিবারজন্য তাহারদিগকে বেতন দিয়া রাখিতেন আর শ্রবণে আনন্দিত হইলে রাজা মধ্যে২ পারিতোষিক দিয়া তাহারদিগকে সানন্দ করিতেন ঐ দেশে মার্কণ্ড নামে এক নরসুন্দর ছিল ঐ মনুষ্য

ধূর্ত্ত নাপিত দেখিল উপগল্প শ্রবণে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া পারি
তোষিক দেন অতএব প্রতি দিবস নূতন২ কুতূহল বাক্যেতে
রাজাকে আনন্দিত করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি পারিতোষিক ল
ইতে লাগিল এই প্রকারে নাপিতের মহোন্নতি দেখিয়া রাজ
সভাস্থ কামাঙ্গনামক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত খেদিত হইতে লাগিলেন
তিনি ও রাজসন্তোষার্থ নানা প্রকার ইতিহাস বলিয়া থাকে
ন কিন্তু রাজা কখনও তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করেন
না ইহাতে পরশ্রীকাতর অন্তর্জ্বালায় জ্বলিত কলেবর ব্রাহ্মণ
কি রূপে নাপিতের সর্ব্বস্বগ্রহণ করিবেন সেই সন্ধানে রহি
লেন, এইরূপে কিয়ৎকাল যায়, ছলগ্রাহী কত প্রকারে ছল
সন্ধান করেন তথাচ নরসুন্দরের মন্দ করণের অনুবন্ধপ্রাপ্ত
হইতে পারেন নাই, দৈবগত্যা এক দিবস জয়মঙ্গল মানবম
ণির সাক্ষাতে মার্কণ্ড গ্রামণি সর্পবিদ্যার উপাখ্যান ব্যাখ্যা
করিতেছিল এই সময়ে রাজসন্নিধানে প্রতিপন্ন জন্য সামান্য
বিবেচনাতে বলিয়া বসিল সে বিষহারক এক মন্ত্রজানে সেইমন্ত্র
পাঠ পূর্ব্বক সর্পাঘাতির ক্ষতস্থানে চাটিতে পারিলেই বিষধ
র দষ্ট নির্ব্বিষ হয়, কচচ্ছেদির উক্ত প্রকার বক্তৃতাশ্রবণে ছিদ্র
গ্রাহি ব্রাহ্মণ ভাবিলেন উত্তম সুযোগ হইল এতকাল পর নর
সুন্দর আমার হস্তে আসিয়াছে কল্য ইহার সম্পত্তি গ্রহণের
উপায় করিব অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামণির সহিত স্বগ্রামে গম
ন কালীন পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, মার্কণ্ড, তুমি যে বি
ষহারক মন্ত্র জান তাহা শ্রবণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি

কেননা আমি ব্রাহ্মণ জাতি নানা স্থানে ভ্রমণ করি জল জঙ্গলে সর্ব্বক্ষণ ভুজঙ্গ ভয়, সর্পে দংশন করে তবে তোমা হইতে রক্ষা পাইব, নাপিত কহিল, মহাশয় ভয় কি, পরমেশ্বর না করুন যদি তাহাই ঘটে তবে একবার চাটিয়া নির্ব্বিষ করিয়া দিব এই প্রকার কথোপকথনে নাপিত ব্রাহ্মণ স্বং স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পরদিবস পুনর্ব্বার দুইব্যক্তি রাজসদনে আগত হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন এই সময়ে ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জলপাত্র হস্তে করিয়া প্রস্রাব করিতে গেলেন কিন্তু কিঞ্চিৎকাল পরেই চিৎকার করত ভূপাল সমীপে সমাগত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন,মহারাজ, প্রাণগেল,আমার গুহ্যদ্বার ভুজঙ্গ দংশন করিয়াছে; মার্কণ্ডকে আদেশ করুন মন্ত্রপড়িয়া গুহ্যদ্বার চাটিয়া নির্ব্বিষ করুক, ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে রাজা কহিলেন, মার্কণ্ড, কি দেখিতেছ, ব্রহ্ম হত্যা হইবে, ঝটিতি কামাঙ্গের গুহ্যদ্বার লেহন করিয়া ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ কর, নৃপতি যখন মার্কণ্ডকে বলেন তখন ব্রাহ্মণ আরো চিৎকার করিতে লাগিলেন, মার্কণ্ড ভাবিল একি বিপদ আত্মমুখে রাজসাক্ষাৎকার অবিবেচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া শেষকালে কামাঙ্গের দুর্গন্ধ গুহ্যদ্বার চাটিতে হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ সর্পদষ্ট হয় নাই কেবল আমার প্রতি অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে এইক্ষণে উপায় কি, এই প্রকার চিন্তার পর মার্কণ্ড কামাঙ্গের কর্ণমূলে কহিল, ঠাকুর মহাশয়, আমি জানিতে পারিয়াছি আর কেন গুহ্যদ্বার

চাটাইবেন আমি রাজদত্তধনে আপনকাকে সন্তুষ্ট করিব, ব্রাহ্মণ ভাবিলেন বেটা হাতে আসিয়াছে এইক্ষণেই স্বীকার করা নয় এই বিবেচনাতে আরো চেঁচাইয়া কহিতে লাগিলেন, তুই কি বলিস্, আমি মরি এই সময়ে টাকার কথা উঠাইলি, অগ্রে আমাকে রক্ষা কর্ সে কথা পশ্চাতে হইবে, নাপিত পুনশ্চ কর্ণেতে কহিল, মহাশয়, লক্ষটাকা আপনকাকে দিব, আমাকে ক্ষমা করুন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ভূপতি, মার্কণ্ডের নিকট আমি একলক্ষ মুদ্রা পাইব সেই টাকা ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছে আমার বিষনাশ করিতে ইচ্ছা নাই ইহাতে মার্কণ্ডের অভিপ্রায় বোধ হয় আমার টাকা অপহরণ করিবে অতএব মহারাজের সাক্ষাতে সত্য মিথ্যা স্বীকার করুক এবারে আমার কপালে কি হয় নিশ্চয় নাই যদি সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ হয় তবে নৃপতি এই লক্ষ টাকা উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণীকে দিবেন অনন্তর রাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে মার্কণ্ড স্বীকার করিল আমি ব্রাহ্মণের লক্ষটাকা গ্রহণ করিয়াছি অবশ্য পরিশোধ করিব পরে ব্রাহ্মণ মার্কণ্ডকে ডাকিয়া তাহার কর্ণে কহিলেন একবার না চাটিলে ভাল হইতে পারি না অতএব লোকবোধার্থ গুহ্যদ্বারাচ্ছাদনোপরি মুখ রাখিয়া একবার চাট, তবেই সারিয়া উঠিব, মার্কণ্ড দেখিলেন তাহা না করিলে নয় একবার গুহ্যদ্বার চাটিবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন মার্কণ্ড তোমার

কল্যাণ হউক, হে রাজনন্দন, দেখ, মার্কণ্ড অবিবেচনা পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল এই কারণ কামাক্ষের গুহ্যদ্বার চাটিয়া লক্ষটাকা দক্ষিণা দিল।

অনন্তর হরিহরাচার্য্য কহিলেন, হে রাজকুমার, নীতি প্রবীণেরা বাক্যপ্রয়োগ বিষয়ে যাহা ব্যবহার করেন তাহা জ্ঞাপন করিলাম এইক্ষণে প্রণয়রক্ষণীয় প্রস্তাব কিঞ্চিৎ কহি ভূপালনন্দন মনোযোগ কর। পরমেশ্বর মনুষ্যের বিবেচনা জন্য অপ্রণয় প্রণয় দুই সৃষ্টি করিয়াছেন লোকেরা স্ববুদ্ধিতে আলোচনা করিয়া যাহাতে স্ব পরের মঙ্গল দেখিবেন তাহাই গ্রাহ্য করিবেন এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব পণ্ডিতেরাও বিবিধপ্রকার তর্কেতে নিশ্চয় করিয়া জানিয়াছিলেন অপ্রতিবাসি প্রতিবাসি তাবতের সহিত প্রণয় রাখিলেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহেতে সেই প্রণয় সুখভোগের প্রধান কারণ হয় যেহেতু সকলের সহিত প্রণয় রাখিয়া যে ব্যক্তি পৃথিবীর কার্য্য করেন তিনি সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হয়েন এবং সকলেই তাঁহার নিকট গমনাগমন করেন আর প্রণয়কারক লোক বিপদে পতিত হইলে সপক্ষ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন কিন্তু যিনি অপ্রণয় করেন কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে না এবং বিপদ কালেও তিনি পর কর্ত্তৃক উপকারযোগ্য নহেন বরঞ্চ তাঁহার জ্ঞাতি কুটম্বাদি পরিবার ভৃত্যেরাও তাহাঁকে আন্তরিক স্নেহ করেন না বরং কথাচ্ছলে ও লোকমণ্ডলে তাহাঁর

অনুরাগ না করিয়া বিরাগ করেন, কোন২ স্থলে ইহাও দৃষ্ট হইতেছে সাধারণলোকেরা প্রণয়রক্ষকের সপক্ষ হইয়া প্রবল ভূস্বামির বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন অতএব সকলের সহিত সমানভাবে প্রণয় রাখা মনুষ্যের অত্যাবশ্যক হয়, হে মহীপালতনয়, আমি এই বিষয়ের এক উদাহরণ বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

বক্রবেগা নদীতীরে শক্রমিত্র নামে এক বৈশ্য ছিলেন এই বৈশ্য অতি বিনয়ী সৎস্বভাব মনুষ্য তাহাঁর প্রণয়কারিত্ব গুণেতে পৃথিবীর মধ্যে কেহ অমিত্র ছিল না দূরদেশীয় লোকেরা শক্রমিত্রের নিকট সমাগত হইলে বৈশ্য হাস্যবদনে তাঁহারদিগের সহিত আলাপাদি করিতেন এবং কেহ স্বীয় প্রয়োজন গোচর করিলে তাহাঁকে বঞ্চনা করা ছিল না ব্যক্তিরা বৈশ্য কর্ত্তৃক সিদ্ধকার্য্য হইয়া বিদায় হইতেন, শক্রমিত্র অতিথিসেবার্থ এক বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন অতিথিসকল আগত হইয়া যাহাঁর যতকাল স্বেচ্ছা সেই বাটীতে বাস করিতে পারিতেন এবং প্রতিবাসিলোকদিগের সহিত শক্রমিত্রের এমত সদ্ব্যবহার ছিল যে অর্থ সামর্থ্য দ্বারা তাহাঁরা তাহাঁর নিকট উপকৃত হইতেন বস্তুত যাঁহারা কোন প্রকারে শক্রমিত্রের সহিত আলাপ ব্যবহারাদি করিয়াছেন তাহাঁরা অন্তঃকরণের সহিত শক্রমিত্রকে মিত্র ভাবিয়াছেন, এই সকল প্রকারে সর্ব্বসাধারণলোকের সঙ্গেই শক্রমিত্রের প্রণয় ছিল তাহাতে ব্যক্তিরা তাহাঁকে অতি প্রিয়পাত্র জ্ঞান করিতেন

এইরূপে বহুকালগতে স্বদেশীয় ভূপাল এক সময়ে বৈশ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, শক্রমিত্র, সম্প্রতি আমার কিঞ্চিৎ মুদ্রার প্রয়োজন হইয়াছে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমাকে দশ কোটি মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিতে হইবেক, তুমি আমার উত্তমর্ণ হইলা কিঞ্চিৎকাল পরেই তোমার মুদ্রাপরিশোধ করিব তাহাতে বৈশ্য উত্তর করিলেন, হে নরেশ্বর, আমি বাণিজ্য জীবি এক ক্ষুদ্র বণিক, বক্রবেগা নদীতে বাণিজ্য করিয়া তাহার উপস্বত্বে কোন প্রকারে আত্মোদর প্রতিপালন করি আমি যে দশ কোটি মুদ্রা দিয়া ভূপতির উপকার করিব পরমেশ্বর আমাকে তাদৃশ ক্ষমবান করেন নাই অতএব নৃপতির আজ্ঞা প্রতিপালনে ক্ষমতাহীনতা প্রযুক্ত খেদিত হইলাম, রাজা শক্রমিত্রের এই উত্তর শ্রবণে বিপরীত জ্ঞান করিলেন তিনি ভাবিলেন শক্রমিত্র বোধ করিয়াছেন আমাকে অর্থ দিলে পুনঃপ্রাপণ দুর্লভ হইবে কেন না আমি রাজা আমার নিকট অর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন না আমি যদ্যপি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যর্পণ করি তবেই মঙ্গল নতুবা অর্থসামর্থ্য কিছুতেই আমাকে পরাজয় করিয়া অর্থ পাইবেন না এই কারণ শক্রমিত্র বঞ্চনা করিতেছেন কিন্তু রাজরক্ষকপ্রজাকে বিনাদণ্ডে পরিত্যাগ করণ রাজধর্ম্মের সমুচিত নহে অতএব আমি এই প্রতারক বৈশ্যকে অবশ্যই দণ্ডযোগ্য করিব, ইহা নিশ্চয় করিয়া শক্রমিত্রকে কারারুদ্ধ করণার্থ কারাধ্যক্ষকে প্রত্যাদেশ করিলেন তাহাতে রাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট কারা

ধ্যক্ষ মিষ্টবাক্যেতে নৃপতিকে কহিলেন, হে ভূপাল, পরমে
শ্বর আপনকার হস্তে এই মহারাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন দেশ
বাসি প্রজাসকলের ধন প্রাণ ভূপতির অধীন, ভূপাল সকলই
করিতে পারেন কিন্তু শত্রুমিত্রের নীতি চরিত্র আমরা যে
রূপ জানি তাহাতে শপথ করিয়া বলিতে পারি এই বৈশ্য
ভূপালাগ্রে কিঞ্চিন্মাত্র প্রতারণা করেন নাই কেন না শত্রু
মিত্র কখন কাহাকে মিথ্যা বলেন না আর উপকারকরণের
সাধ্য থাকিলে অবশ্যই করেন অতএব আমার বোধ হয় দশ
কোটি মুদ্রাদান ইহাঁর অসাধ্য হইবে এই কারণ অস্বীকার
করিয়াছেন, উক্তরাজা অতি নির্দ্দয় কটুভাষী ছিলেন কেহ
নীতিশিক্ষা দিলে তাহা শ্রবণ করিতেন না এবং মনুষ্যের
অমর্য্যাদাকরণ তাহাঁর সহজকর্ম্ম ছিল এই সকল কারণে
কাহার সঙ্গে প্রণয় ছিল না, তিনি বোধ করিতেন আমি রাজা
প্রজামণ্ডলের কর্ত্তা হইয়াছি আমি অন্যায় করিলেও প্রজা
রা প্রতিকূল হইতে পারিবেন না, ইত্যাদি প্রকারে অভি
মানমত্ত রাজার সহিত সকলের অপ্রণয় ছিল, প্রজারা সাক্ষা
তেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিতেন কিন্তু বহির্গত হইয়া কহিতেন
পরমেশ্বর কতকালের পর এই দুর্ম্মতি নরপতির দুর্গতি করি
বেন, ফলত উক্ত প্রকার দুঃশীল রাজাকে শত্রুমিত্রের পরি
ত্রাণার্থ কারাধ্যক্ষ যত কহিলেন সকলই ব্যর্থ হইল রাজা
তাহা অগ্রাহ্য করিয়া শত্রুমিত্রকে কারারুদ্ধ করণার্থ পুনশ্চ
রাগান্ধ হইয়া কহিলেন, কারাধ্যক্ষ, তুমি আমার বৈতনিক

ভৃত্য, ভৃত্যসকল রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে উত্তর করিলে বর্জ্জনীয় হয় অতএব তুমি শত্রুমিত্রকে অবিলম্বে কারাবদ্ধ কর পুনর্ব্বার উত্তর করিলে তোমাকে ও কারারুদ্ধ করিব, রাগোন্মত্ত মহীপালের এই সকোপবাক্য শ্রবণে কারারক্ষক নির্দ্দোষ বৈশ্যকে নিয়া কারারুদ্ধ করিলেন কিন্তু এই বিষয় তৎক্ষণাৎ রাজ্যের মধ্যে প্রকাশ হইল, সর্ব্বসাধারণলোকেরা শ্রবণ করিলেন অব্যবস্থিত রাজা বিনাদোষে শত্রুমিত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন অতএব সম্ভ্রান্ত প্রজাসকল রাজারনিকট আসিয়া বৈশ্যের পরিত্রাণার্থ বিস্তর অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং রাজমন্ত্রিরাও রাজাকে কহিলেন, হেনৃপতি, রাজপুরুষেরা অন্যায় করিলে রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগকরেন অতএব আপনি শান্তরাগ হইয়া বৈশ্যকে মুক্ত করুন ইত্যাদি প্রকারে সদুপদেশ বাক্যেতেও রাজার পরিতোষহইল না পরে সর্ব্বসাধারণ লোকেরা যখন দেখিলেন রাজা নিতান্তই অন্যায়ের অধীন হইয়াছেন তখন সকলে একবাক্য হইয়া রাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং সেই যুদ্ধেতে রাজরুধিরে সিংহাসন পবিত্র করিয়া শত্রুমিত্রকেই রাজা করিলেন অতএব, হে ভূপালতনয়, প্রণয়েতে কিনা হয়, শত্রুমিত্র নামক বৈশ্য তাবতের সহিত প্রণয় রাখিয়াছিলেন এই কারণ সকলে তাঁহার সপক্ষ হইলেন তাহাতে শত্রুমিত্রের সিংহাসনপ্রাপ্তি হইল আর সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি নৃপতি কাহার সহিত প্রণয় রাখিতেন না এই কারণ অধীনলোকেরাও তাঁহাকে সংহার করিলেন।

হরিহরাচার্য্য কহিলেন, হে রাজ নন্দন, এসংসার অনিত্য চিরস্থায়ী কিছুই নয় যাহাঁরা এই ভৌতিক দেহের অভিমান করেন তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়া মায়াময় সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা তাহা করেন না তাহাঁরা ভৌতিক শরীরকে অবশ্য নাশ্য জানিয়া নিয়মানুক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন অতএব কোন বিষয়ে তাঁহারদিগের অবসাদ হয় না, পরমেশ্বর পৃথিবীর নিয়ম সকল মনুষ্যের মনোরূপভাণ্ডারে স্থাপন করিয়াছেন ব্যক্তিরা অবাধিতযুক্তিসহকারে জ্ঞানলোচনে সন্ধান করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইয়া নিরুদ্বেগে পৃথিবীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, নীতিজ্ঞানাচার্য্যেরা কহেন পরমেশ্বর মনুষ্যকে সহসা কোন কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন নাই কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে বিবেচনারূপ মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাতে প্রবর্ত্ত হইবেন যেহেতু অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা করিয়া কর্ম্ম করিলে প্রায় তাহাতে অমঙ্গল হয় না কিন্তু অগ্রপর বিচার ব্যতীত কর্ম্ম করিলে যদি বা তাহা সুসিদ্ধ হয় তথাচ বুদ্ধিমানের নিকট কর্ম্মকারকলোক নিন্দনীয় হয়েন আর অবিবেচিতকার্য্যে অমঙ্গলঘটনা নিত্যই সম্ভব তাহা নীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন সহসা কর্ম্মারম্ভে যদ্যপি সেই অকল্যাণ উপস্থিত হয় তবে কর্ম্মকর্ত্তাকে লোকনিন্দা বন্ধুবিচ্ছেদাদি আশ্রয় করে অতএব সুবোধলোকেরা কোন বিষয় শ্রবণ মাত্রই তাহাতে প্রবর্ত্ত হইবেন না শেষ ভাবিয়া কর্ম্ম করিবেন তাহা না করিয়া রাগাদি বশত সহসা কর্ম্ম করি

লে তাহাতে অনুতাপ প্রায়িক সম্ভব, হে নরেন্দ্র নন্দন, আমি এই বিষয়ের এক ইতিহাস বলি সুবোধকুমার কর্ণকুহরে স্থান-প্রদান কর।

অতি পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশে রণপ্রতাপ নামে এক রাজা ছিলেন এই রাজার নামপ্রতাপে প্রতিবাসি রাজারা ভয়ে কম্পিত হইতেন তাঁহার শাসনকালে অন্য কোন রাজা স্বাধীন ছিলেন না সকলেই তাঁহাকে করদান করিতেন, রণপ্রতাপ রাজার এক পুত্র ছিলেন তাঁহার নাম দেবকুমার, নৃপতি এই কুমারকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন এবং রাজমহিষীর অভিলাষ মতে কিরাত নগরীয় রাজকন্যার সহিত শিশুকালেতেই দেবকুমারের বিবাহ দিলেন তাহার পরে কিরাতনগরীয় রাজকন্যা পিতার গৃহেতেই থাকিলেন এবং দেবকুমার আচার্য্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন, এই বিদ্যাভ্যাস কালীন স্ববয়স্য সমাধ্যায়ি বালকদিগের সহিত রাজকুমারের অধিক প্রণয় হইল বিশেষত কলিঙ্গদেশীয় অঙ্গদ নামক মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে যে মৈত্রীভাব হইয়াছিল তাহা কথিতব্য নহে তাঁহারদিগের ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ ছিল না, উভয়ের শয়ন ভোজনাদি একত্র হইত এবং আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া একস্থানে উভয়ে পাঠবিবেচনা করিতেন, মন্ত্রিপুত্র অতি বুদ্ধিমান ছিলেন অতএব দেবকুমার অঙ্গদের পরামর্শানুসারে সকল কার্য্য করিতেন এই রূপে তাঁহারা বয়োধিক হইলে এক দিবস দেবকুমার কহিলেন, হে মিত্র মন্ত্রিপুত্র, আমি

শিশুকালে বিবাহ করিয়া কেবল বিদ্যাভ্যাসেতেই কালক্ষেপ করিতেছি এপর্য্যন্ত ভার্য্যার সহিত সন্দর্শন হয় নাই পিতামা তা গুরুতরলোক তাঁহারদিগের নিকট দারদর্শনের অভিলা ষ জ্ঞাপন করিতে পারি না অতএব আমার ইচ্ছা কেবল তো মাকে সঙ্গে করিয়া কিরাতনগরে শ্বশুরালয়ে গমন করি এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া পুনঃপ্রত্যাগত হইব ইহাতে তোমা র অভিপ্রায় কি হয়,মন্ত্রিপুত্র উত্তর করিলেন,হে মিত্র দেবকুমা র,তুমি রাজকুমার তোমার একাকী শ্বশুরালয়ে গমন বিগর্হি ত হয় অতএব আমার ইচ্ছা এইবিষয় মহারাজের নিকট নি বেদন করি,রাজপুত্র কহিলেন,মিত্র,প্রথমত শ্বশুরালয়ে সমা রোহ পূর্ব্বক গমনে আমার অভিপ্রায় নাই গোপনভাবে গম ন করিয়া অগ্রে ভার্য্যার নীত চরিত্রাদি বিবেচনা করিতে হই বেক অতএব অদ্য রজনী প্রভাতেই যাত্রা নিশ্চয় করিয়াছি ই হাতে প্রতিবন্ধক হইলে আমার মনোদুঃখ হইবে, রাজপুত্রে র ইত্যাদি প্রকার অনুরোধে বদ্ধ হইয়া মন্ত্রিপুত্র তাহাতে স ম্মত হইলেন এবং রজনীপ্রভাতকালে ধনুর্ব্বাণধারণ পূর্ব্ব ক ঘোটকারোহণে কিরাত নগরে যাত্রা করিলেন পরে তাব দ্দিন গমন করিয়া শ্বশুরালয় নিকটস্থ হইলে অঙ্গদ কহিলেন, হে মিত্র,তুমি এই স্থানে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান কর আমি অগ্রে কিরাতনগরীয় রাজাকে জ্ঞাত করি, তিনি সমাগত হইয়া যথাযোগ্য মর্য্যাদানুসারে তোমাকে গ্রহণ করিবেন পরে অঙ্গ

ন রাজসভাতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কিরাত নৃপতি, রণপ্রতাপরাজকুমার দেবকুমার বিদেশভ্রমণে গমন করিয়া ছিলেন অদ্য এই রাজধানীতে আসিয়াছেন আপনি তাঁহাকে আনয়ন করুন, কিরাত নগরীয় রাজা এই কথা শ্রবণে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া জামাতাকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন অনন্তর জিজ্ঞাসাবাদ ভোজনাদি ব্যাপার সমাপ্ত হইল এবং রাজকুমার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন কিন্তু পূর্ব্বে পরামর্শ ছিল মন্ত্রিপুত্র ধনুর্ব্বাণধারণ করিয়া রাজপুত্রের শয়নাগার দ্বারে থাকিবেন অতএব রাজ কন্যাকে কহিলেন আমার এই মিত্র গৃহদ্বারে শয়ন করিবেন ইহাঁর উপযুক্ত শয্যা করিয়া দিতে হইবেক তাহাতে রাজকন্যা প্রথমত অঙ্গীকার করিলেন না পরে স্বামির অত্যন্ত অনুরোধ প্রযুক্ত দ্বারে শয্যা করিয়া দিলেন এইরূপে মন্ত্রিপুত্র তথায় রহিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল পরেই পরিশ্রমকাতর দেবকুমার নিদ্রিত হইলেন তখন রাজকন্যা দাসীর সহিত কানাকানি করিয়া চুপিচুপি কহিতে লাগিলেন এই রাজকুমার যুবপুরুষ বটে কিন্তু কেবল পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসেতেই কালক্ষেপ করিয়াছে রমণীবদন সুধাপানের মর্ম্মজ্ঞ হয় নাই অতএব যুবতীস্ত্রীক্রোড়ে রাখিয়া নিদ্রার অধীন হইয়াছে যাহা হউক আমারদিগের পক্ষে ভালই হইল, এই বলিয়া রাজকন্যা দাসীর সহিত গমন করিলেন, তখন মন্ত্রিপুত্র জাগরিত ছিলেন তিনি ভাবিতে লাগিলেন ইহার কারণ কি, ইহাঁরা স্বামীস্ত্রী এই একত্র হইলেন

তাহাতে যে রাজকন্যা গমন করেন ইহার গুপ্তকারণ অবশ্য থাকিবে অতএব মন্ত্রিপুত্র সঙ্গোপনে রাজকন্যার পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন তৎপরে দেখেন, ঐ রাজদুহিতা অতি সত্বরগমনে রাজবাটীর কিঞ্চিদ্বহিস্থ উদ্যানমধ্যে এক শিবালয়ে প্রবেশ করিলেন ঐ মন্দিরের মধ্যে এক সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহারনিকট উপস্থিতা হইলে সন্ন্যাসী কহিলেন, হে রাজকন্যে, অদ্য তোমার আগমনে অধিক রাত্রি কেন হইল তাহাতে রাজকন্যা স্বভর্ত্তার সম্বাদ বলিয়া সন্ন্যাসির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী এই সম্বাদ শ্রবণে রাগান্ধ হইয়া রাজকন্যাকে পদাঘাত করত কহিলেন যদি এই রাত্রির মধ্যে আমার সাক্ষাতে তোর স্বামির মস্তক আনিতে পারিস্ তবে আমাকে পাইবি নহিলে আমার সহিত এই পর্য্যন্তই বিচ্ছেদ হইল, সন্ন্যাসির অভিপ্রায় শ্রবণে রাজকন্যা কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে প্রিয়তম, স্বামির মস্তক সমর্পণ করিলেই যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন তবে আমি এই রাত্রিতেই ভর্ত্তার মস্তক তোমার অগ্রে সমর্পণ করিতেছি, এই কথা বলিয়া রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক যখন বহির্গমন করিলেন তখন মন্ত্রিপুত্র ভাবিলেন এই দুশ্চারিণী অবশ্যই আমার মিত্র দেবকুমারকে হত্যা করিবে অতএব এই সময়ে বিহিত করা উচিত হইয়াছে এবং সন্ন্যাসির বক্ষস্থল লক্ষ করিয়া এক বিষাক্তবাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসিকে হত করিলেন এবং রাজকন্যার বধার্থ অপর বাণারোপণ

করিবামাত্র রাজকন্যা দেখিলেন আপনি ও মরেন অতএব ধূ
ম্ভ পরিত্যাগ করিয়া অতিবেগে রাজবাটীতে স্বামির গৃহে উ
পস্থিতা হইলেন পরে মন্ত্রিপুত্র ও তাঁহার সঙ্গেং আসিয়া দে
খেন, ব্যভিচারিণী রাজবালা কোলাহলশব্দে রাজপুত্রকে জা
গরিত করিয়া বিপরীতাপবাদ প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ
রাজপুত্রের নিকট কহিতেছেন, এই সর্ব্বনাশে অল্পায়ে পো
ড়াকপালে হাড়হাবাতে বেটাকে কোথা হইতে চাকর আনি
য়াছ পোড়ামুখ মাগুখেগো ওর্ মুখে ঝেঁটা মারি মাগুরেঁড়ে
বাতুল্নে ডেক্রা গোল্লায় যাউক চুলায় যাউক, মরুক ও
র্ মাগু রাঁড় হউক ওর্ মুখে বাঁপায়ে নাথি মারি আমি রাজ
কন্যা আমার বাঁ পায়ের আঙ্গুল কেহ দেখিতে পায় না এই
ছারবেটা আমাকে যা নয় তাই বলে আর আমার কাপড় ধ
রিয়া টানে, তুমি ইহাকে শাস্তা দিবেতো দেও নতুবা আমি এ
ই দণ্ডে বাবাকে বলিয়া উহাকে যমের বাড়ী পাঠাইব, সরল
স্বভাব রাজকুমার স্ত্রীবাক্যে মোহিত হইয়া বহুকালের প্রিয়
পাত্র মিত্রের মৈত্রীভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিপুত্রে
র বক্ষস্থলে শরক্ষেপ করিলেন পরে শরবিদ্ধ মন্ত্রিকুমার ক
হিলেন, হে বিশ্বাসঘাতি রাজকুমার, রাজকুল সর্পজাতিকে
বিশ্বাস করিয়া আমি প্রতিফল পাইলাম কিন্তু তুমি এই খড়্গ
এবং উদ্যানস্থ শিবালয়ে সন্ন্যাসির বক্ষস্থলে,আমার শর দে
খিয়া বিবেচনা করিবা আমি তোমার কি উপকার করিয়াছি
এই ব্যভিচারিণীর বাক্যেতে প্রতারিত হইয়া আমাকে নষ্ট

করিলা, উদ্যানস্থ সন্ন্যাসির সঙ্গে ইহাঁর প্রসক্তি আছে তুমি নিদ্রিত হইলে ইনি সেই সন্ন্যাসির নিকট গমন করিয়া ছিলেন, সন্ন্যাসী তোমার বধার্থ এই খড়্গ দিয়া রাজকন্যাকে প্রেরণ করে পরে আমি তাহাকে সংহার করিয়া তোমার নিকট আসিতেছি এইকালে তুমি আমাকে অকারণ শরাঘাত করিলা, এই কথা বলিয়া মন্ত্রিপুত্র প্রাণত্যাগ করিলেন তৎপরে দেবকুমার সন্ধান করিয়া নিশ্চয় জানিলেন প্রিয়মিত্র যাহা বলিয়াছেন সকলি যথার্থ অতএব অগ্রুপর বিচার না করিয়া রাজকুমার আত্ম কর্ম্মেতেই মিত্রশোকে ক্ষিপ্ত হইলেন।

হে রাজকুমার, আমি এইক্ষণে অপর এক নীতি বিষয়ক উপদেশ বলি বোধ হয় এই নীতিজ্ঞান ও তোমার অন্তরস্তোষকর হইবে, লোকেরা লোকশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যুক্তিশুদ্ধ যে আচার ব্যবহার তাহাই করিবেন তাহা ব্যতীত শাস্ত্রযুক্তি বিরুদ্ধ লোকাতীত আচারব্যবহারে আসক্ত হইবেন না তাহা হইলে ঐ আসক্তি ব্যক্তির অবসাদের কারণ হইয়া প্রমাদোপস্থিতি করে, হে ভূপালতনয়, ইহার এক ইতিহাস বলি তুমি স্থির হইয়া শুন।

পাঞ্চালদেশেতে সংশয়চেতা নামা এক ব্রাহ্মণ বাল্যাবধি বেদ পুরাণাদি সকলশাস্ত্রপাঠে অত্যন্তপণ্ডিত হইলেন কিন্তু নানাশাস্ত্র পাঠেতেও তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইল না তিনি অশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পৃথিবীর কর্ম করিতেন তথাচ তাহা

র পর ক্ষণেতেই কৃতকর্ম্মে তাঁহার সংশয়োপস্থিতি হইত অত এব দেশীয়লোকেরা এই ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারে নাম সংশয়চেতা রাখিলেন, এক সময়ে সংশয়চেতা মনে চিন্তা করিলেন আমি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়াছি তথাপি অর্থা ভাবে চতুষ্পাঠী করিতে পারি না অতএব মহারাজ বিক্রমাদি ত্যের নিকট পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাজদত্তবৃত্তি দ্বারা চতুষ্পা ঠী করিয়া অনায়াসে অন্তেবাসিকে শিক্ষাদান করিতে পারি ব, স্ববুদ্ধিতে এই পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রাহ্মণ পাঁজিপুঁতি আসন বসন কোশাকুশী প্রভৃতি বন্ধন পূর্ব্বক ভোলাভৃত্যের মস্তকে দিয়া রাজসন্নিধানে গমন করিলেন তাঁহার বাসস্থান হইতে রাজধানী তিন দিবস ব্যবহিত অতএব প্রথম দিবস দিনপতি অস্তগত হইলে এক ব্রাহ্মণের বাটাতে অতিথি হই লেন, গৃহী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতব্রাহ্মণকে দেখিয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক স্থানদান করত কহিলেন, হে বেদজ্ঞ, আমি অজ্ঞান গৃহস্থ আপনকার পদার্পণে চরিতার্থ হইলাম আহারের কি আয়োজন করিব আজ্ঞা করুন, সংশয়চেতা কহিলেন আমার আহারার্থ অধিক আয়োজন প্রয়োজন করে না যব তণ্ডুল সৈন্ধব লবণ কিঞ্চিৎ ঘৃত হইলেই আহারনিষ্পত্তি হইবেক, এই কথা শ্রবণে গৃহস্থ ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি আহরণ ক রিয়া দিলেন পরে সংশয়চেতা পাকাদি করিয়া ভৃত্যকে ক হিলেন, ওরে, ভোলা তুই কপাট রুদ্ধ করিয়া বহির্দ্দেশে গ মন কর আমার আহারীয় দ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করিস্ না, ভো

না এই বাক্য শ্রবণে কপাট রুদ্ধ করিয়া বহির্গত হইল এবং সংশয়চেতা ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া যবান্নভোজন করিলেন তৎপরে আচমনাদি সমাপনানন্তর যখন শয়ন করিলেন তখন সংশয় জন্মিল কপাটের ছিদ দিয়া ভোলাবেটা অন্ন দেখিয়াছে ইহারা নীচলোক অত্যন্ত লোলুভ উপাদেয় দ্রব্যাদি জানিলে অবশ্যই তাহা দৃষ্টি করে এই যবান্নভোজনে আমার পাপ হইয়াছে এবং যদ্যপি উদরে পাকপায় তবে আরো অধিক পাপ হইবে অতএব তৎক্ষণাৎ গলান্তরালে অঙ্গুলী দিয়া বমি করিয়া কহিলেন, ওরে, ভোলা জল আন্ তুই বেটা আমাকে মারিলি, ভোলা ইহার কিছুই জানে না ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জল দিয়া ভেল২ করিয়া চাহিতে লাগিল পরে সংশয়চেতা মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া পুনশ্চ ভাবিতে লাগিলেন আমি বমি করিয়াছি বটে কিন্তু এই অন্নরস শিরা দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়াছে অতএব গঙ্গাস্নান বিনা এ পাপের উপশম হইবেক না এই চিন্তা করিয়া কহিলেন, ভোলা, রাজসন্নিধানে গমন করা হইল না সম্প্রতি আমি গঙ্গাস্নানার্থ যাত্রা করিলাম, তুই বাটীতে গমন কর, ব্রাহ্মণীকে ভাবিতে নিষেধ করিস্, এই কথা বলিয়া রাত্রিপ্রভাতে ভোলাকে বিদায় করিয়া ব্রাহ্মণ গঙ্গা২ বলিয়া যাত্রা করিলেন এবং কতক দূর গমনেতে দিবাবসান হইলে সেই রাত্রিতেও এক ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রিতে যবান্নভোজনে বিপদাপন্ন হইয়াছেন অতএব সে দিবস আতপান্ন পাক

করিয়া যখন এক কদলী পত্রে পরিবেষণ করেন তখন দৈবা
ধীন তাঁহার বাহ্যপীড়া উপস্থিত হইল এবং ঐ গৃহস্থের গৃহি
ণীকে ডাক দিয়া কহিলেন, হে সচ্চরিত্রে ব্রাহ্মণি, তুমি কি
ঞ্চিৎকাল আমার অন্নসন্নিধানে দণ্ডায়মানা থাক আমি বাহি
র্দ্দেশ হইতে অতি ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি, এই কথাতে
ব্রাহ্মণী সেই স্থানে দণ্ডায়মানা থাকিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ
এক দুগ্ধপোষ্য বালক চিৎকার করিয়া উঠিবাতে ব্রাহ্মণী
গৃহান্তরে গিয়া শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া আসিয়া দেখেন ঐ
অন্নের উপর হইতে কুক্কুর কিঞ্চিৎ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে
তাহাতে ব্রাহ্মণী ভাবিলেন সর্ব্বনাশ হইল এ ব্রাহ্মণ আসিয়া
দেখিলে কদাচ আহার করিবেক না অতএব যেরূপ ছিল
তিনি সেইরূপ করিয়া রাখিলেন পরে সংশয়চেতা আসিয়া
দেখেন ব্রাহ্মণী রহিয়াছেন অতএব অন্ন নিবেদন করিয়া আ
হার করিলেন তৎকালীন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অন্যত্র গিয়াছিলেন
সংশয়চেতা শয়ন করিয়াছেন এই সময়ে সমাগত হইয়া গৃহি
ণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন অতিথির আহারাদি কিরূপ হইয়া
ছে তাহাতে ব্রাহ্মণী স্বভর্ত্তাকে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া ঐ সকল
বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন তখন সংশয়চেতার নিদ্রা হয় নাই
অতএব স্ত্রীপুরুষের তাবৎ কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন উপ
যুক্ত হইয়াছে এক ক্ষুদ্র পাপের নিমিত্ত গঙ্গাযাত্রা করিয়াছি
আবার কুক্কুরোচ্ছিষ্ট ভোজন হইল ইহার পর আরো ক
পালটলিপি কত আছে আর কে বলিতে পারে আমি ব্রহ্ম

চর্য্যব্রতী হইয়া এপর্য্যন্ত অন্য স্পৃষ্টান্ন ভোজন করি নাই অদ্য তাহাও হইয়াছে সম্প্রতি ইহারা কোন্‌জাতীয় ব্রাহ্মণ ইহা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইল, এই বিবেচনা করিয়া সংশয়চেতা ঐ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধার্ম্মিক বিপ্র, তুমি কোন্‌ শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ আমাকে পরিচয় বলিতে হইবেক, গৃহি ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় নামে বিখ্যাত টণ্টনীয় কুলীন বটি এবং যজমান বৃত্তি ব্যতীত উঞ্ছবৃত্তিতে ও দিনপাত করি না, গঙ্গারাম নামে প্রসিদ্ধ চর্ম্মকার আমার যজমান হয়েন অতএব কুলশীল ব্যবসায়াদিতে কোন প্রকারেই নিন্দিত নহি, আপনি আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কোন অংশে সংশয় করিবেন না, সংশয়চেতা এই বিবরণ শ্রবণে অতি গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হইয়াছে অবশিষ্ট নাই মুচির অন্ন পর্য্যন্ত উদরে গেল এইক্ষণে কি করি ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তাতে সংশয়চেতা সেই রাত্রিতেই ক্ষিপ্ত হইলেন অতএব জ্ঞানাচার্য্যেরা যে কহিয়াছেন, সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং হে নৃপকুমার, অতিশয় কিছুই ভাল নয় তাহার প্রমাণ এই যে লোকাতীত যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া সংশয়চেতা ক্ষিপ্ত হইলেন।

হে ভূপালতনয়, নীতিজ্ঞান পারদর্শিরা কহেন দমন যোগ্য লোকসকল যে পর্য্যন্ত বাক্যের অধীন থাকিয়া ব্যক্তি

র উপদেশ গ্রহণ করেন বিজ্ঞলোকেরা সেই পর্য্যন্তই সুশিক্ষা জন্য তাহাঁরদিগকে দমন করিবেন কিন্তু যখন দেখিবেন তা হাঁরা বাক্যের অবাধ্য হইয়া স্বেচ্ছাচারে নিবিষ্ট হইলেন তখন প্রণয় পরাক্রমাদি দ্বারা সৎপথে প্রবর্ত্ত করিতে পারে ন চেষ্টা করিবেন নতুবা অবাধ্য মানবসকলকে প্রহার বাগ্দ ণ্ডে দমনযত্ন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইবেন,ইন্দ্রিয়সকল জী ব মাত্রকেই অভিলাষের দাস করিয়া অবশভাবে নানা কার্য্যে তে প্রবিষ্ট করে তাহার মধ্যে শিষ্টবাক্যে আদিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্মেতে অনিষ্ট হয় না আর শিষ্টবাক্যে হেয় জ্ঞান করিয়া মূর্খত্ব দোষে অন্ধের ন্যায় কুপথগামী হই লে অবশ্যই দুষ্কর্ম্ম কূপে পতিত হইয়া ক্লেশপ্রাপ্তির আধার হয় এবং সেই সময়ে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া স্মরণ করে যে গুরূ পদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রতিফল দণ্ডার্থ হইল এবং তৎকালেই অন্যায় কার্য্যের ফলভোগ করিয়া প্রধানলো কের উপদেশ বাক্যে আত্মহিত জ্ঞান করে কিন্তু এই রূপে জ্ঞান পরিপাকের পূর্ব্বে যখন অবাধ্য হইয়া কুমার্গে গমন করে তখন প্রতিবাদী হইলে তাহার জ্ঞানোদয় হয় না বরঞ্চ প্রতিবাদির প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহাঁর বিরুদ্ধে যথাসা ধ্য উদ্যোগ করে অতএব জ্ঞানিলোকেরা দমনযোগ্য লোক সকলকে ও অবাধ্য জানিলে তাহারদিগের দমনবিষয়ে মনঃ সংযোগ বিচ্ছেদ করেন তাহা না করিলে সেই দমন কারণ হইয়া দমনকারির ঘোরসঙ্কটকে অতি ত্বরায় আকর্ষণ করে,

হে রাজকুমার, আমি ইহার এক উদাহরণ বলি শ্রুতিপাত কর।

ধীরবেগা নদীতীরে সপ্তপল্লি নামে এক গ্রাম ছিল মহা দেব নামা এক বিপ্র সেই গ্রামে বসতি করিতেন, মহাদেবের শাস্ত্রীয়বিদ্যা অধিক ছিলনা পল্লবগ্রাহিপাণ্ডিত্যের ন্যায় কিঞ্চিৎ২ জানিতেন কিন্তু লোক মনোরঞ্জন কার্য্যে চতুরছিলেন, তিনি সাধারণের সহিত এমত আশ্চর্য্য প্রকারে বাক্যালাপ করিতেন যে তাহাতেই লোকের বিশ্বাস হইত মহাদেব এক জন সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শি পণ্ডিত বটেন এবং এই আশ্চর্য্য চাতুর্য্যেতেই চিরকাল উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করেন কিন্তু মহাদেবের এক প্রধান সাহস ছিল দুই সন্তানযোগ্য হইয়া উঠিল তাহারদিগের উপার্জ্জনেতেই শেষদশাতে বসিয়া সুখ ভোগ করিতে পারিবেন এই দুরাশার দাস হইয়া দুই কুমারের বিদ্যাভ্যাসার্থ প্রত্যহ তাহারদিগের দমন করিতেন মহাদেবের বিশ্বাস ছিল সন্তানদিগকে দমন করিলেই তাহারা অল্পকালের মধ্যে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হয় অতএব অনেক সময়ে দুই সন্তানকে অন্যায় রূপে ও দমন করিতেছিলেন, তিনি জানিতেন স্ব সন্তানকে প্রহার করিলেও তাহারা সেই প্রহারকে শিক্ষার কারণ জ্ঞান করিয়া শিক্ষাতেই নিযুক্ত থাকিবে কিন্তু অন্যায় পূর্ব্বক দণ্ড করিলে জীব মাত্রই যে রাগের অধীন হইয়া বিপরীত করে তাহা চিন্তা করেন নাই, এই রূপে প্রতিদিন পুত্রদ্বয়কে প্রহারদণ্ডের নীচেই রাখিয়াছিলেন,

এক সময়ে আকাশভূষণ নামা জ্যেষ্ঠ কুমার মহাদেব কর্ত্তৃক অন্যায় প্রহারে খিদ্যমান হইয়া চিন্তা করিল আমার বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত বিংশতিবর্ষ হইল এবং বিদ্যাভ্যাসেতেও অনাবিষ্টবুদ্ধি অথাচ পিতা প্রতিক্ষণ আমাকে প্রহারাদি করেন, শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা পুত্রের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবেন, এই বিদ্যাহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয়শাসনকে ও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন অতএব দোষাবাচ্য, গুরোরপি, যাহা দ্রোণাচার্য্য কহিয়াছেন, আমি সেই নীতিপ্রমাণে সর্ব্বত্র বৃদ্ধের দোষঘোষণা করিব তাহাতেও যদি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া অন্যায় প্রহারাদি পরিত্যাগ না করেন তবে তাহাঁর প্রতিকারোপায় পশ্চাৎ চিন্তা হইবেক, ইহা বিবেচনা করিয়া আকাশভূষণ লোকস্থানে মহাদেবের দোষপ্রকাশ করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় মহাদেবের দমনের বাধ্যের মধ্যেও রহিল না, মধ্যে২ বৃদ্ধকে তুচ্ছ তাচ্ছল্যই করে, এই সকল দৃষ্টিতে মহাদেব মনে করিলেন তাহাঁর সন্তান অবাধ্য হইয়াছে অতএব তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক রূপে দমন করিতে লাগিলেন কিন্তু সে দমনে তাহাঁর আশার অনুরূপ না হইয়া বিরূপ হইল, এক সময়ে মহাদেব ঐ যোগ্য পুত্রকে প্রহার করিয়া এক শূন্যাগারে নিদ্রায় ছিলেন সেই সময়ে আকাশভূষণ খড়্গাঘাতে মহাদেবকে সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইল, হে রাজতনয়, অবাধ্য সন্তানকে দমন করিয়া মহাদেব

নামক ব্রাহ্মণ পুত্রের হস্তেতেই প্রাণত্যাগ করিলেন তাহাতে অন্যে পারে, কা কথা, অতএব মহাপুরুষেরা অধীন লোকসকল অবাধ্য হইলে প্রণয় পরাক্রমাদি দ্বারা তাহারদিগকে বশীভূত রাখিতে পারেন চেষ্টা করেন আর তাহা না পারেন ঐ ব্যক্তিদিগের উপর আত্মকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র থাকেন।

অতঃপর হরিহরাচার্য্য কহিতেছেন, হে মহামহিমাকর রাজতনয়, সাধ্যানুসারে অন্যের উপকারকরণ যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছে যে হেতু সাধু লোকেরা অন্যের কোন প্রকার দুঃখের চিহ্ন দর্শন মাত্রেতেই খেদিত হইয়া তাহার দুঃখ পরিহার করিতে যত্নশীল হয়েন এবং অন্যের সুখভোগ দৃষ্টিতেও আপনারাদিগের সন্তোষ জ্ঞান করেন অতএব পরের সুখদুঃখেতে যখন সাধু লোকদিগের হর্ষবিষাদ হইতেছে তখন পরোপকার করণ স্বাভাবিক নীতির মধ্যেই গণিত করিতে হইবেক এবং উক্ত যুক্তি স্বীকারেতেই জ্ঞানিলোকেরা সাধ্যানুসারে পরোপকারে মনোযোগ করেন, হে ভূপালতনয়, এইক্ষণে তাহার এক দৃষ্টান্ত গোচর করি মনোযোগ করিবা।

পঞ্চাল দেশে দীনপালক নামা এক সদাগর ছিলেন তাঁহার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর দীনপালক অতুল বিভবের প্রভু হইয়া চিন্তা করিলেন যাবজ্জীবন প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণ

এক সময়ে আকাশভূষণ নামা জেষ্ঠ কুমার মহাদেব কর্তৃক অন্যায় প্রহারে খিদ্যমান হইয়া চিন্তা করিল আমার বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত বিংশতিবর্ষ হইল এবং বিদ্যাভ্যাসেতেও অনাবিষ্ট নহি তথাচ পিতা প্রতিক্ষণ আমাকে প্রহারাদি করেন, শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা পুত্রের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবেন, এই বিদ্যাহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয়শাসনকে ও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন অতএব দোষাবাচ্য, গুরোরপি, যাহা দ্রোণাচার্য্য কহিয়াছেন আমি সেই নীতিপ্রমাণে সর্ব্বত্র বৃদ্ধের দোষঘোষণা করিব তাহাতেও যদি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া অন্যায় প্রহারাদি পরিত্যাগ না করেন তবে তাহাঁর প্রতিকারোপায় পশ্চাৎ চিন্তা হইবেক, ইহা বিবেচনা করিয়া আকাশভূষণ লোকস্থানে মহাদেবের দোষপ্রকাশ করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় মহাদেবের দমনের বাধ্যের মধ্যেও রহিল না, মধ্যে২ বৃদ্ধকে তুচ্ছ তাচ্ছল্যই করে, এই সকল দৃষ্টিতে মহাদেব মনে করিলেন তাহাঁর সন্তান অবাধ্য হইয়াছে অতএব তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক রূপে দমন করিতে লাগিলেন কিন্তু সে দমনে তাহাঁর আশার অনুরূপ না হইয়া বিরূপ হইল, এক সময়ে মহাদেব ঐ যোগ্য পুত্রকে প্রহার করিয়া এক শূন্যাগারে নিদ্রায় ছিলেন সেই সময়ে আকাশভূষণ খড়্গাঘাতে মহাদেবকে সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইল, হে রাজতনয়, অবাধ্য সন্তানকে দমন করিয়া মহাদেব

নামক ব্রাহ্মণ পুত্রের হস্তেতেই প্রাণত্যাগ করিলেন তাহাতে অন্যে পরে, কা কথা, অতএব মহাপুরুষেরা অধীন লোকসকল অবাধ্য হইলে প্রণয় পরাক্রমাদি দ্বারা তাহারদিগকে বশীভূত রাখিতে পারেন চেষ্টা করেন আর তাহা না পারেন ঐ ব্যক্তিদিগের উপর আত্মকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র থাকেন।

অতঃপর হরিহরাচার্য্য কহিতেছেন, হে মহামহিমাকর রাজতনয়, সাধ্যানুসারে অন্যের উপকারকরণ যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছে যে হেতু সাধু লোকেরা অন্যের কোন প্রকার দুঃখের চিহ্ন দর্শন মাত্রেতেই খেদিত হইয়া তাহার দুঃখ পরিহার করিতে যত্নশীল হয়েন এবং অন্যের সুখভোগ দৃষ্টিতেও আপনারাদিগের সন্তোষ জ্ঞান করেন অতএব পরের সুখদুঃখেতে যখন সাধু লোকদিগের হর্ষবিষাদ হইতেছে তখন পরোপকার করণ স্বাভাবিক নীতির মধ্যেই গণিত করিতে হইবেক এবং উক্ত যুক্তি স্বীকারেতেই জ্ঞানিলোকেরা সাধ্যানুসারে পরোপকারে মনোযোগ করেন, হে ভূপালতনয়, এইক্ষণে তাহার এক দৃষ্টান্ত গোচর করি মনোযোগ করিবা।

পঞ্চাল দেশে দীনপালক নামা এক সদাগর ছিলেন তাঁহার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর দীনপালক অতুল বিভবের প্রভু হইয়া চিন্তা করিলেন যাবজ্জীবন প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণ

বিতরণ করিলেও তাঁহার অপ্রতুল হইবেক না অতএব তিনি বৈশ্য জাতির জাতীয় ব্যবসায় বাণিজ্যকার্য্য ত্যাগ করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক পরোপকারব্যাপারে নিযুক্ত হইলেন এবং রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করিলেন দীনপালকনামা বৈশ্যের নিকট যদিকেহ কোন উপকার প্রার্থনা করেন তবে তাঁহার গোচর করিলে সদাগর সাধ্যানুসারে প্রার্থকের কার্য্যোদ্ধারকরিবেন,এই ঘোষণা প্রকাশ হইলে পর দেশ বিদেশবাসি অসংখ্য লোক নানা প্রয়োজন সিদ্ধ্যর্থ সদাগরের নিকট আসিতে লাগিলেন এবং দীনপালক সদাগর ও অর্থসামর্থ্য দ্বারা যথাসাধ্য যাচকগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করেন, এইরূপে বহুকাল গতে এক সময়ে দীনপালক বিদ্যারত্ন নামক পুরোহিতকে কহিলেন, হে গুরো, আমি জন্মাবচ্ছিন্নে বিদেশ ভ্রমণ করি নাই অনবরুদ্ধ নবদ্বার বিশিষ্ট শরীর হইতে জীবাত্মার প্রস্থান সরোজিনীদলস্থিত সলিলপ্রস্থান তুল্য অতি সহজ, কখন কি হয় নিশ্চয় নাই অতএব বাসনা হয় আমার পরোপকার বৃত্তের অধ্যক্ষতাভার মহাশয়ের প্রতি সমর্পণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিদেশ ভ্রমণ করি, ইহাতে আপনকার অভিপ্রায় কি, বিদ্যারত্নপুরোহিত সদাগরের বিনয়বচনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দীনপালক, তুমি পরোপকারিপরম মিত্র, তোমার কার্য্য সাধন অবশ্য করিব কিন্তু তপস্যা ত্যাগ করিয়া বহুকাল বিষয় কার্য্যে থাকিতে পারি না অতএব স্বীকার করিলাম এক বৎসর পর্য্যন্ত অর্পিতভার উদ্ধার করিব ইহার মধ্যে

ই তোমার প্রত্যাগমন করিতে হইবেক অনন্তর সদাগর [illegible]
রত্নের হস্তে তাবদ্বিষয় সমর্পণ করিয়া নীলদ্বীপ [illegible]
বযানে যাত্রা করিলেন এবং দুই [illegible]
নীলদ্বীপের মহাখালে উপস্থিত [illegible]
উত্তীর্ণ হইলেন, নীলদ্বীপ নিবাসি [illegible] রাজা [illegible]
বল পরাক্রান্ত ছিলেন, তিনি রাজধানীর মধ্যে ভদ্রকালীর প্রী
ত্যর্থ প্রতিমাসে নরবলি প্রদান করিতেন, তাঁহার নিয়ম ছিল
প্রতি গ্রামের প্রজাপরিবারের একং ব্যক্তিকে নিয়মিত রূ
পে আনয়ন করেন কিন্তু আনীত ব্যক্তি যদ্যপি তৎপরিবর্ত্তে
অপর নর উপস্থিত করিতে পারে তবে তাহাকে পরিত্যাগ
করাছিল, দৈবাধীন দীনপালক সদাগর যৎসময়ে ঐ রাজধা
নীতে উপনীত হইলেন তৎসময়ে রাজ দূতেরা এক ব্যক্তিকে
ভদ্রকালীর নিকট আনীত করিয়াছে, উপনীত নর অতি দীন
দিনপরিশ্রম করিয়া তাহার অন্ধ পিতামাতাকে প্রতিপাল
ন করে বিশেষত ঐ দিবস তাহার স্ত্রী একটি শিশু প্রসব করি
য়া সূতিকাগারে অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ করিতেছিল, দীনপালক
রাজধানী ভ্রমণার্থ উত্তীর্ণ হইয়া দেখেন রাজার নগর উত্তম
বটে কিন্তু লোক সকল নীরব হইয়া চিন্তা করিতেছে অতএব
তাহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া এক বণিক ঐ রাজার তাবদ্ব্য
বহার এবং পূর্ব্বোক্ত দরিদ্রকে ভদ্রকালীর নিকট বলিদানের
বিবরণ জ্ঞাত করিল, তাহাতে দীনপালক সদাগর কিঞ্চিৎকা
ল চিন্তা করিয়া ভদ্রকালীর বাটীতে গেলেন এবং স্রক্চন্দনা,

[illegible] নরকে মোচন করণার্থ তাহার পরি
[illegible] হইলেন তাহাতে সাধারণ লোকেরা
[illegible] নপালক সদাগরের আশ্চর্য্য কার্য্য
[illegible] মহাজনতার মধ্যে অসিজীবি ব্রাহ্মণ
[illegible] রের সমীপবর্ত্তি হইলে সদাগর কহি
লেন, হে পরমেশ্বর, এ সন্তানের শোণিতপান যদ্যপি তো
মার প্রিয়কর হয় আর এক প্রাণির বিনাশে বহু প্রাণির প্রাণ
রক্ষাতে যদ্যপি তোমার সন্তোষ জন্মে তবে এই অনাথ প্রাণি
সকলের প্রাণদান করিয়া তোমার প্রিয় পাত্র হইব ইহার
অধিক সৌভাগ্য কি আছে, পরমেশ্বরেতে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক স
দাগর যখন এই কথা কহিলেন তখন ঐ মহাজনতার মধ্যে
এই আকাশবাণী হইল যে, হে নরাধম দেবীপুত্র, পরমেশ্বর
ত্বরাবিলম্বে তোমাকে নষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভারলাঘব করি
বেন, তোমার পাপ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তুমি যাঁহার সন্তোষার্থ
পরমেশ্বরের প্রধান জীব নষ্ট করিতেছ তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট
নহেন, এই আকাশ বাণী শ্রবণে উন্মত্ত রাজা চৈনত্যপ্রাপ্ত হ
ইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দীনপালক সদাগরকে মুক্ত করিয়া
সেই পর্য্যন্তই কালীর প্রীত্যর্থে নরদান পরিত্যাগ করিলেন
হে মহামহিমাকর রাজতনয়, পরোপকারিকে পরমেশ্বর দয়া
করেন এবং জগতের মধ্যে সকলস্থানেতেই তাঁহার প্রশংসা
ভ্রমণ করে অতএব মনুষ্যের সাধ্যানুসারে পরোপকার করণ
অত্যাবশ্যক হয় [illegible] প্রথম খণ্ড।

নমো জগদীশ্বরায়।

জ্ঞানপ্রদীপ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

কৃত।

কলিকাতা শোভাবাজারীয় সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত

হইল।

বাঙ্গালা ১২৫৯ শাল ১৬ মাঘ।

ইংরেজি ১৮৫৩ শাল ২৮ জানুআরি।

মূল্য ।।০ অর্দ্ধমুদ্রা।

PRINTED BY SHIBE-KRIST MITTER.

জ্ঞানপ্রদীপ।

হে রাজকুমার এইক্ষণে ইন্দ্রিয় সকলের বিবরণ শ্রবণ কর, জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে ইন্দ্রিয় একাদশ, ইহার মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, যথা, হস্ত, পদ, বাক্, এবং মলদ্বার, ও প্রস্রাবদ্বার, অপর জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়, যথা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্, মন, এই সকল ইন্দ্রিয়েরা পরস্পর পরস্পরের উপকারে নিযুক্ত আছে, যেমন পাদতলে কণ্টক প্রবিষ্ট হইলে চক্ষের দৃষ্টি সহকারে হস্ত সেই কণ্টক নির্গত করে এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সহকারিতাধর্ম্ম স্বভাব সিদ্ধ হইয়াছে এবং জীবগণের জীবনরক্ষার প্রতি ইন্দ্রিয়গণ যাদৃশ বান্ধব ধরামণ্ডলে অন্য কেহ একপ নহে, কোনস্থলে গমন করিতে হইলে নয়ন ও চরণ দ্বয় প্রধান সহকারী হয় অনন্তর বাক্য প্রয়োগ যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ কার্য্য নির্দ্ধার্য্য হইতেছে, বাক্যেন্দ্রিয় সহায় ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হয় না এবং শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকিলে শ্রবণের কোন কার্য্য হইতে পারে না এইরূপ নাসাদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীরেকেও জীবনাশা থাকেনা, অপর জিহ্বা যাহা দ্বারা তাবৎ খাদ্য সামগ্রীর আস্বাদ গ্রহণ করা যায় তাহার সাহায্যে আহার দ্বারা জীবন ধারণ হয় এবং হস্তদ্বয় প্রয়োজনীয় তাবৎ বস্তু আহরণ দ্বারা বদন মধ্যে ওদনীয় প্রদান করে তৎপরে আহারীয় সারভাগ শরীরস্থ শিরা দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয় অবশিষ্ট অপকৃষ্টাংশ মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বারে বহির্গত

হইয়া থাকে, এবং ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্মেন্দ্রিয় যাহাতে গাত্রস্পর্শ মাত্র শীতোষ্ণাদির অনুভব হইতেছে এই ইন্দ্রিয় সর্ব্বকালে বিশেষতঃ অন্ধকার ও নিদ্রিত সময়ে স্পর্শ গ্রাহিত্ব শক্তি দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র সর্পাদি হইতে রক্ষা করিতেছে, এতদ্ভিন্ন শীতোষ্ণ বায়ু গ্রহণ দ্বারা নিয়তই জীবকে রক্ষা করে, অপর ইন্দ্রিয় মন যাহাকে পণ্ডিতেরা সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান বলেন তাহা ব্যতীত পৃথিবীর কোন কার্য্যই হইতে পারে না, মন শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া বিবেচনা শক্তি দ্বারা উক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে তাহারদিগের কার্য্যে নিযুক্ত করে এই সকল উপকার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ দেহযাত্রা নির্ব্বাহে পরম বন্ধু স্বরূপ হয়, পণ্ডিতেরা কহেন ইহারদিগকে যে আত্মবশে রক্ষণ তাহার নাম ইন্দ্রিয় দমন, যেহেতু ইন্দ্রিয়চয়কে দমন করিয়া নিজ২ বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারিলেই তাহারা জীবকে সংসার জয়ী করে, যদ্যপি অধীনতাপাশ মুক্ত হইয়া স্ব২ বিষয়ে স্বেচ্ছাচার ব্যবহাক করিতে অবকাশ পায় তবে জীবকে অনায়াসে অবসাদ সমুদ্রে নিমগ্ন করিতেও পারে, হে রাজনন্দন মলয়দেব, ইহার উদাহরণ দর্শন করাই মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রুতিপাত কর।

চন্দ্রপ্রভা নামক মহারাজ্যে উগ্রপ্রতাপ নামা এক ভূপতি ছিলেন ঐ পৃথ্বীপাল স্বীয় প্রবল প্রতাপ দ্বারা পৃথ্বী মণ্ডলস্থ তাবৎ নরপালদিগের প্রতাপরূপ মহাবেদীর উপরিভাগে সিংহাসন স্থাপন করিয়া সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইলেন,

ফলতঃ সুশিক্ষিত সৈন্যাধ্যক্ষতা ও সংগ্রাম ক্ষমতায় উগ্র প্রতাপ মহাপতির শাসন সময়ে সমকালীন লক্ষ২ ভূপাল মধ্যে এক ব্যক্তিও এমত ক্ষমতাবান ছিলেন না। উক্ত মহা রাজকে বিপক্ষভাবে লক্ষ করেন, রাজামাত্রই মহা প্রতাপান্বিত উগ্রপ্রতাপ রাজ্যেশ্বরকে ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করিয়া কর প্রদান করিতেন অতএব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ উগ্রপ্রতাপ মণ্ডলেশ্বর ধরণী মণ্ডলে কাহাকেও ভয় করিতেন না, এককালীন পৃথিবী জয় লাভ করিয়া স্বয়ং রাজ্য শাসন বিষয়ে অবসর হইলেন এবং প্রধান মন্ত্রির উপর তাবৎ কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া রাজ্যের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিত্বরূপে ইন্দ্রিয়গণকে সুখভোগ করাইতে লাগিলেন, রাজ্যরক্ষক ভূপতি যদি স্বয়ং ভক্ষক হয়েন তবে তাঁহার পক্ষে প্রজাগণের যেরূপ বৈরক্ত্য হইবার সম্ভাবনা তাহাই ঘটিল, রাজার আত্যন্তিক অত্যাচারে মনস্তাপিত হইয়া প্রজা সকল আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক প্রত্যহ দীর্ঘস্বরে পরমেশ্বর সমীপে আবেদনারম্ভ করিলেন, হে জগদীশ্বর, আমারদিগের সিংহাসনধারি অত্যাচারি শাসনকারিকে পঞ্চত্ব পথে আক র্ষণ কর, আমরা তাঁহার উৎপাতে উৎখাত হইতেছি, পক্ষা স্তরে দীন হীন প্রজাগণ রাজমন্ত্রিকেও জ্ঞাতা করিতে লাগিল তাহাতে এক সময়ে রাজার সভাপণ্ডিতগণ সহকারে মন্ত্রিবর সম্রাট্ সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহীপাল, আমরা মহারাজের নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে আসিয়াছি যদ্যপি

অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হই তবে কহিতে পারি, তাহাতে রাজা হাস্য বদনে কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ তাহা বল, এই অনুজ্ঞাতে কৃতজ্ঞ হইয়া মন্ত্রী কহিলেন, হে ভূপাল কুল চূড়ামণে, পরমেশ্বর আপনকাকে পৃথিবীরক্ষা জন্য রাজ্যা ধ্যক্ষ করিয়াছেন, রাজা সকল প্রজাদিগের পিতা স্বরূপ হয়েন, রাজনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন রাজারা প্রজাসকলকে সন্তানের ন্যায় দর্শন পূর্ব্বক প্রতিপালন করি বেন কিন্তু আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন, অতএব নিবেদন করি যাহাতে দেশবাসি লোক সকল ভূপতির কল্যা ণার্থ রাশি২ আশীর্ব্বাদ করেন আমারদিগের অভিলাষ মহারাজ সেইরূপে চলেন, রাজমন্ত্রী এবং সভাসদ্ পণ্ডিতেরা মহারাজকে এই সকল প্রকারে বিবিধ নীতি জ্ঞাতা করিয়া রাজাজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত ভূপতির কর্ণকুহরে ঐ উপদেশ প্রবেশ করিয়া প্রমত্ত গৃহীতের ন্যায় হইল অর্থাৎ রাজমন্ত্রির উপদেশ বচন শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল এই মাত্র, ফলে রাজা মনো মধ্যে স্থান দান করিলেন না তাঁহার যে ঘৃণিত কার্য্যে অনু রাগ ছিল ক্রমিক তাহাই বৃদ্ধি হইতে লাগিল কিন্তু রাজার এই সকল অযুক্ত ব্যবহারে সভাসদ্ লোকেরা এবং তাবৎ প্রজারা এমত বিরক্ত হইলেন তাঁহারদিগের প্রার্থনা উগ্র প্রতাপ অতি শীঘ্র নিপাতিত হয়েন তবে সৈন্যবল সামর্থ্য

বলে মহাবল পরাক্রান্ত রাজাকে সহসা আক্রমণ করণে সাহসিক হইতে পারেন না এই কারণ মৌনাবলম্বনে জীবন ধারণ করিতে হইল এইরূপে কিয়ৎকাল গতে লম্পট রাজা সাহসিক রূপেই লাম্পট্যাদি করিতে লাগিলেন তাহাতে রাজ্যস্থ প্রজাগণ এবং সহযোগি রাজারা খেদিত হইয়া মন্ত্রির নিকট আসিলেন এবং সময় বিশেষে গোপনীয় সভা করিয়া নৃপতির বিনাশার্থ পরামর্শ আরম্ভ করিলেন কিন্তু অসংখ্য সৈন্য সহকারি সম্রাটের সহিত কেহ সাক্ষাৎ সংগ্রামে প্রস্তুত হইতে পারেন না তবে কি প্রকারে কার্য্য সাধন করিবেন তচ্চিন্তায় বিষম চিন্তা উপস্থিতা হইল, এই কালে এক সভ্য সভ্য সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়েরা কেন চিন্তা করিতেছেন, ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষিকে বিনষ্ট করিতে বহু প্রয়াস অপেক্ষণীয় হয় না, লোভের নিকট ফাঁদ পাতিলে সিংহকেও আবদ্ধ করা যায় তাহাতে লম্পট মনুষ্যের জীবন বিনাশ আশ্চর্য্য কি, ইন্দ্রিয়দাস নৃপতি ভোগবিলাস নামক নাপিতের দ্বারা ইন্দ্রিয় ভোগ সম্পন্ন করেন, চল আমরা গুপ্তচর দ্বারা সেই নরসুন্দরকে ডাকিয়া প্রচুরধন দিতে স্বীকার করি, অর্থের বশ কে নয় অর্থাৎ সকল মনুষ্যই অর্থ দাস তাহাতে ক্ষুদ্রলোক নাপিত অবশ্য বশীভূত হইবে এবং আমরা তাহাকে এই পরামর্শ বলিব কামকলানদী তীরে যে মনোহর উদ্যান আছে ঐনাপিত কন্দর্প মোহিত নৃপতিকে কাম ক্রীড়া

প্রলোভ স্থাপন করিয়া নিশিযোগে সেই উদ্যানেতে নীত করে আমারদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নারীবেশ ধারণ করিয়া উদ্যানস্থ অট্টালিকা মধ্যে থাকিব এবং অট্টালিকার মধ্য স্থলে এক গভীর কূপ খনন পূর্ব্বক তাহা কণ্টকিত শাখি শাখায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিব তাহার উপরি ভাগে রাজার উপবেশনার্থ উত্তম শয্যা প্রস্তুত থাকিবে পরে নৃপতি আগমন মাত্র আমরা অঙ্গনারূপে রঙ্গ করিতে২ রাজাকে কূপে নিক্ষেপ করিব, তাহাতে রাজ্যেশ্বর কণ্টকময় গভীরতর মহা কূপে নিপাতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এই পরামর্শ শ্রবণে তাবৎলোক সম্মত হইয়া ভোগবিলাস নাপিতকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বহুধন দান প্রলোভ দেখাইলেন তাহাতে নরসুন্দর স্বীকার করিয়া নরপতির নিকট গমন করিল পরে ভোগবিলাস কামবিলাস নৃপতিকে ইন্দ্রিয়ভোগের উত্তম সুযোগ প্রয়োগ করিয়া নিশিযোগে কামকলা নদী তটস্থ উদ্যানে লইয়া গেল এবং পূর্ব্ব কৃত সঙ্কেত প্রমাণে উদ্যান মধ্যে যে সকল স্ত্রীবেশধারি পুরুষগণ শ্রেণীপূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল তাহারদিগকে দর্শন করিয়া হর্ষ মোহিত লম্পট রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশমাত্র কণ্টকাকীর্ণ কূপমধ্যে পাতিত হইলেন অনন্তর সকলে সত্বরতাপূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্তমুখ পরিপূর্ণ করিয়া স্ব২ বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন, হে রাজকুমার, এই স্থলে বিবেচনা কর উগ্রপ্রতাপ ভূপতি পৃথিবীকে সমুদ্র

বেষ্টিত দুর্গ স্বরূপ করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন এবং যাঁহার নাম শ্রবণে অন্য মহীপাল সকল কম্পিত কলেবর হইতেন তিনিও ইন্দ্রিয় তন্ত্রতাহেতুক সামান্য লোকেরদের হস্তে কণ্টকাকীর্ণ কূপোদরে কালপ্রাপ্ত হইলেন, অতএব হে রাজনন্দন, সুবোধেরা ইন্দ্রিয়গণকে সাবধানে আয়ত্তে রাখেন, ব্যতিক্রম করিলে উক্ত ভূপাল কপালে যেরূপ ঘটিয়াছিল প্রায় সর্ব্বত্র তদ্রূপ ঘটনাই হয়, অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন " যদিচেদিন্দ্রিয় পরঃসর্ব্বেষামপ্রিয়ঃ প্রভুঃ । ভবন্তি তস্য সামন্তাঃ বিনাশায়ৈব ভূপতেঃ,, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরায়ণ মহীপাল প্রজাকুলের অপ্রিয় হয়েন এবং প্রজা সকল সে রাজাকে বিনষ্ট করেন।

হে রাজপুত্র, তুমি নীতিজ্ঞান বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হইয়াছ অতএব তোমাকে নীতিজ্ঞান কহিতে আমি আনন্দিত হই, সংপ্রতি আর এক নীতি শিক্ষা বলি ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবেক, অনেকের অভ্যাস আছে ক্ষণকালালাপেতেই ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাকেন কিন্তু নীতিজ্ঞান পণ্ডিতেরা তাঁহারদিগের প্রশংসা করেন না তাঁহারা কহেন অল্পালাপে কোন লোকের প্রতি বিশ্বাস করিবেক না, দীর্ঘকাল পরিচয় সহবাস ভিন্ন জীবের অন্তর পরিচয় হয় না সুতরাং নীতি

ব্যবহার মনোবৃত্তি না জানিয়া বিশ্বাস করিলে সে বিশ্বাস যথার্থ মূলক হইতে পারে না অতএব অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিরা নিকটস্থ হইলে দীর্ঘ সহবাস দ্বারা নীতি ব্যবহার জানিয়া তাহারদিগের প্রতি বিশ্বাস করিবে এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসঘাতিত্ব ঘটনা প্রায় উপস্থিত হয় না কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীলের প্রতি ক্ষণিকালাপে বিশ্বাস করিলে যে অবিশ্বাসের কার্য্য না হয় সে দৈবাধীন, হে রাজকুল মহোৎপল দিবাকর, এবিষয়ে বিশ্বাস দাস নামক ফকীরের উপাখ্যান স্মরণ হইল বোধ হয় ইহা তোমার শ্রবণ যোগ্য হইবে।

বিশ্বাস দাস ফকীর স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন এইকারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মোসলমানদিগের তাব দ্ধর্ম্মস্থান ভ্রমণ করিয়া এক দিবস পরাহ্নে গজলেন দেশীয় প্রধান ধর্ম্মালয়ে উপস্থিত হইলেন ঐ দিবস জবন জাতির পর্ব্বাহ ছিল, দেশস্থ সকল মোসলমান তৎকালীন ঐ ধর্ম্ম মন্দিরে উপাসনা করিতেছিলেন, বিশ্বাস দাস দেখিলেন বহু লোক একত্র হইয়া ভজনা করিতেছেন অতএব তিনিও মন্দিরের এক দেশে বসিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিঞ্চিৎকাল উপাসনানন্তর মন্দিরাধিপতি প্রধান পূজক দেখিলেন অতিথি ফকীর অত্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করিতেছেন, অতএব বিশ্বাস দাসের প্রতি মন্দিরাধিপতির বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল এবং উপাসনা সাঙ্গ হইলে ফকীরকে সমাদর পূর্ব্বক

তথায় রাখিলেন পরে রাত্রিযোগে ধর্ম্মবিষয়ে ও শাস্ত্রবিষয়ে নানা প্রসঙ্গে সদালাপ হইবায় মন্দিরাধ্যক্ষ বিশেষ জ্ঞানবান জানিয়া ঐ ফকীরকে তাঁহার কন্যাপ্রদান করিলেন ইহাতে বিশ্বাস দাস বিবাহ করিয়া কিঞ্চিৎকাল তথায় ছিলেন তৎ পরে মন্দিরাধ্যক্ষকে বলিয়া সস্ত্রীক হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, বিশ্বাস দাসের পূর্ব্ব সঞ্চিত কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য ছিল এবং শ্বশুর দত্তবিত্ত ও কতক প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে অধিক ধন হইল এবং তাঁহার স্ত্রীও যুবতী হইয়া উঠিল, ইহাতে ভাবনা হইল তিনি ফকীর, ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করেন তাহা না করিলে ফকীরের ধর্ম্মরক্ষা হয় না, কিন্তু এই ধনসহিত একা কিনী যুবতী ভার্য্যাকে গৃহে রাখিয়া কি প্রকারেই বা বহির্গত হইতে পারেন, প্রতিবাসিরা যদি কুব্যবহার করেন তবে ধর্ম্ম লোপ অর্থনাশ দুই সম্ভাবনীয় অতএব নিবিড় পর্ব্বত মধ্যে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঐশ্বর্য্য সহিত ভার্য্যাকে তথায় রাখি লেন, স্ত্রীর সহিত এই সঙ্কেত রহিল তিনি আসিয়া বংশি ধ্বনি করিলে ভার্য্যা কপাটার্গল মুক্ত অর্থাৎ হুড়্কা খুলিয়া দিবেন, এইরূপ করিয়া ফকীর নিশ্চিন্ত হইলেন, ভয়ানক নিবিড় পর্ব্বতে মনুষ্যের গতিবিধি নাই, চতুর্দ্দিগ প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির মধ্যে পশুরাও হিংসা করিতে পারে না তবে যদি লোকেরা সন্ধান করিয়া তথায় যায় তাহার প্রতিরোধার্থ গ্রামের মধ্যে এক গৃহ রাখিলেন এবং কহিলেন তাঁহার স্ত্রীকে

শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রতিবাসিরা কেহ সন্ধান করিলেন না, ফকীর নিরুদ্বেগে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিয়ৎকাল যায়, ফকীর ভাবিলেন পৃথিবীর মধ্যে কেবল তাঁহার ভার্য্যাই সাধ্বী আছে অতএব ভিক্ষার্থ ভ্রমণকালে সর্ব্বত্র বলেন জগতে এক সত্য, অন্য সকল মিথ্যা, ইহাতে লোকেরা বোধ করেন ফকীর এক পরমেশ্বর বাদী হইবেন এই কারণ বিশ্বাস করিয়াছেন এক সত্য, ফকীরের ভাবান্তর কেহ জানিতে পারেন নাই, কিন্তু এক ধূর্ত্ত জবন ভাবিল কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে এই ফকীর জবন জাতির সাধারণ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ইহার মধ্যে এক বাদী কবে হইলেন, এ কথা কিছু নয়, নিগূঢ়ার্থ অবশ্য থাকিবে, অতএব ইহাঁর অন্তর পরীক্ষা করিতে হইল, অনন্তর ধূর্ত্ত জবন লম্বায়মান শ্বশ্রু রাখিয়া মৌনব্রতী হইল এবং বিশ্বাস দাস যেং স্থলে গমন করিতেন ভিক্ষাচ্ছলে সেইং স্থলে গমনা গমন করিতে লাগিল এইরূপ গতায়াতে এক দিবস বিশ্বাস দাসের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয় তাহাতে বিশ্বাস দাস কহিলেন এক সত্য অন্য সকল মিথ্যা, কিন্তু তাঁহার কথায় কথা দ্বারা উত্তর না করিয়া ঐ ধূর্ত্ত জবন দক্ষিণ হস্তের দুই অঙ্গুলী দেখাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে প্রকৃতি পুরুষ দুই সত্য কিন্তু বিশ্বাস দাস ভাবিলেন এই মৌনব্রতী ফকীর যথার্থ বলিয়াছেন আমি এবং তামার স্ত্রী এই দুই সত্য, অন্য সকল মিথ্যা, এই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, জ্ঞান দ্বারা সমস্তই

জানিতে পারেন অতএব ইহাঁর সহিত প্রণয় বন্ধন উচিত, অনন্তর বিশ্বাস দাস ঐ মৌনব্রতিকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রামস্থ গৃহে আনীত করিয়া কহিলেন, হে উদাসীন, আপনি মৌনব্রত করিয়াছেন কাহার সহিত বাক্যালাপ করেন না কিন্তু জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বাভ্যন্তর দেখিতেছেন, আমার মনোবৃত্তি কার্য্য ব্যবহারাদি ও বিশেষ রূপে জানিয়াছেন অতএব জিজ্ঞাসা করি অরণ্যমধ্যে মন্দির করিয়া যে ঐশ্বর্য্য সহিত ভার্য্যাকে রাখিয়াছি ইহা ভাল হইয়াছে কি না, বঞ্চক মৌনী বিশ্বাস দাসের সকল কথা শ্রবণ করিয়া মস্তক চালন দ্বারা উত্তর করিল উত্তম হইয়াছে ইহাতে বিশ্বাস দাস ঐ অজ্ঞাত কুল শীল ধূর্ত্তকে বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহার নিকট মনোবৃত্তি কার্য্য ব্যবহারাদি প্রকাশ করিয়া স্বগৃহে তাহাকে বাসা দিলেন তৎপরে মঞ্চক মনে করিল ব্যক্তিরা যে ফকীরকে এক বাদী জানিয়াছিলেন তাহা নয়, ফকীর আপন স্ত্রীকে সাধ্বী মানিয়া এক সত্য প্রকাশ করেন, অতএব এক দিবস ইহাঁর ভার্য্যার কার্য্য পরীক্ষা করিতে হইয়াছে অনন্তর ফকীর যৎকালে পর্ব্বত মধ্যে গমন করেন তৎসময়ে বঞ্চক তাঁহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ২ গমন করিয়া দেখিল বিশ্বাসদাস মন্দিরের নিকটস্থ হইয়া বংশিনাদ করিবা মাত্র তাঁহার স্ত্রী বহির্দ্বার মুক্ত করিয়া দিল তৎপরে প্রতারক মৌনী এক বাঁশী প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক তথায় রহিল এবং পরদিবস বিশ্বাস দাস ভিক্ষার্থ গমন করিলে পর বৃক্ষ

হইতে অবরোহণ করিয়া অনুরূপ বংশীধ্বনি করিল, বিশ্বাস দাসের স্ত্রী ভাবিল ফকীর এই গেলেন ইহার মধ্যেই প্রত্যাগত হইলেন কারণ কি, তবে শরীর ব্যাধিমন্দির, কোন পীড়া বোধ হইয়া থাকিবেক এই কারণ গমন করিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল কিন্তু পরে দেখিল তাহার পতি নয় অন্য পুরুষ মন্দির প্রবিষ্ট হইল, একে নির্জন স্থান তাহাতে যুবতী স্ত্রী, প্রার্থক পুরুষ স্বয়ং উপস্থিত, স্থান ক্ষণ প্রার্থক সমুদায় ঘটিল, এরূপ ঘটনাতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব না যায় সৌভাগ্য, ফলে ক্ষণিক সাক্ষাতেই উভয়ের প্রণয় হইল এবং পরমসুখে মগ্ন হইয়া দুইজনে আলাপ কৌশলে থাকিয়া বিশ্বাস দাসের আগমন কালে বঞ্চক পুনর্ব্বার বৃক্ষারোহণ করিয়া তথায় রহিল, এইরূপে কিয়ৎকাল যায়, বিশ্বাস দাস গ্রামস্থ স্বগৃহে আর মৌনবৃতিকে দেখিতে পান না ইহাতে ভাবিলেন উদাসীনেরা বহুকাল মনুষ্যাশ্রমে থাকেন না, তপস্বী কোন ধর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিয়াছেন কিন্তু প্রতারক মৌনী যে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছে তাহা জানিতে পারেন নাই, তিনি পর্ব্বতস্থ মন্দিরে যে রূপ গতায়াত করিতেন সেইরূপ করেন, এদিগে প্রতারক মৌনী বিবেচনা করিল কতকাল পর্ব্বতোপরি তস্করাবস্থায়াবস্থান করিব, ফকীর পত্নী অধীনা হইয়াছে তাহার হস্তে যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য আছে উভয়ের কালক্ষেপ করণে তাহা যথেষ্ট হইবে এই কামিনীকে লইয়া

অন্যত্র প্রস্থান করণের এমত সুযোগ সময় পরিত্যাগ উচিত নয় ইহা স্থির করিয়া এক সময়ে তাবৎ সম্পত্তি সহিত উপকান্তাকে লইয়া প্রস্থান করিল,হে রাজকুমার মলয়দেব,অতএব নীতিশাস্ত্রে কহিয়াছেন "অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ,, অর্থাৎ কুল ও শীলতাদি না জানিয়া কোন ব্যক্তিকে বাসস্থান দিবেক না।

পরমেশ্বর মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের এক স্বাভাবিক নিয়ম করিয়াছেন পরস্পর পরস্পরের উপকার করিবেন, এই পরস্পরের উপকারিত্বরূপ নিত্য সম্বন্ধই একের প্রতি অন্যের স্নেহের আমূল হইয়াছে, বিশেষত যাহার নিকট উপকার প্রাপ্তি হয় তাহার উপকার অবশ্যই করিবে এই নিয়মেতেই ব্যক্তিরা প্রথমত লোকের উপকার করেন এবং উপকৃতেরাও আত্মোপকারির দুঃসময়ে যথা সাধ্য প্রত্যুপকার করিয়া থাকেন তাহা না করিলে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা লোক ধর্ম্ম উভয় পক্ষেই নিন্দনীয় হয় এবং ঐ উপকারকেরা পরমেশ্বর কৃপায় দুরবস্থাবিশ্রামে পরাক্রম প্রাপ্ত হইলে যথা সাধ্য অকৃতজ্ঞ লোক দিগকে প্রতিফল দেন,হে রাজকুমার মলয়দেব, ইহার এক উদাহরণ বলি বোধ হয় ইহা তোমার মনোরম্য হইবে।

সাগর দেশীয় মহাধনি গম্ভীর সিংহ নামক বণিক লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে উদার সিংহ নামক তাঁহার পুত্র অতুল ঐশ্বর্য্য

শালী হইয়া চিন্তা করিলেন পিতৃ সঞ্চিত যে সমস্ত সম্পত্তি আছে তাহাতেই স্বচ্ছন্দ সুখভোগ করিতে পারিবেন, লোকেরা যে ধন সঞ্চয় করেন তাহা কেবল সুখের নিমিত্ত, দৃষ্টি শোভার্থ নহে, সৌভাগ্য বশত অনায়াস লভ্য প্রচুর বিভব প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সুখার্থ ব্যয় না করে তাহার তুল্য নরাধম কে আছে, বণিক পুত্র এই সকল বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইলেন এবং বিষয় সুখের অনুচর লম্পট বয়স্যেরাও ক্রমে উদার সিংহের নিকট আসিয়া বেতনভোগী হইতে লাগিল, এইরূপে বণিক নন্দন বান্ধবগণ সহিত বিষয়ামোদে কিয়ৎকাল যৎপরোনাস্তি সুখভোগ করিলেন, কিন্তু ধনের স্বভাব এই যে বর্দ্ধন ব্যতীত বহুকাল থাকে না, উদার সিংহের অবর্দ্ধিত সম্পদ অসম্যগ্‌ব্যয় দ্বারা কিঞ্চিৎ কাল মধ্যেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, এবং লম্পট বয়স্যেরাও যখন দেখিল উদার সিংহের ধনাগার নিঃসার হইয়াছে তখন একাদিক্রমে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিল, পরে উদার সিংহ দেখিলেন যে সকল বয়স্যেরা ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতেছিল তাহারা কেহ জিজ্ঞাসাও করে না এবং ধনের ভাণ্ডারও শূন্য হইয়াছে, অতএব বিষয় সুখ স্বপ্ন সুখের ন্যায় জ্ঞান করিয়া দেশীয় লোকের সহিত একেবারেই বাক্যালাপাদি পরিত্যাগ করিলেন, তিনি তদবধি নির্জন স্থানে বসিয়া কেবল পরমেশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন, এবং প্রতিক্ষণ প্রার্থনা করিতে লাগি

লেন যদি পরমেশ্বর তাঁহাকে ক্ষণকাল রাজত্ব প্রদান করেন তথাপি ঐ অকৃতজ্ঞ বয়স্য গণের প্রতীকার করিয়া ধৌতক্রোধ হইবেন এইরূপে বহুকাল গতে এক সময়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কপটবেশে তাল বেতাল সহিত সায়ংকালে সাল্লদেশে উপস্থিত হইয়া উদার সিংহের বাটীতে রাত্রিবাস করিলেন উদার সিংহ জানিতে পারেন নাই বিদেশ ভ্রমণচ্ছলে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে অতিথি হইয়াছেন তাহাঁকে সামান্য এক জন প্রধান লোক বলিয়া যত্নপূর্ব্বক যথা সাধ্য আহারীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন তাহাতে রাজা উদার সিংহের নীতি চরিত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আহার কালীন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উদার সিংহ, তোমাকে অতিশয় চিন্তাযুক্ত উপলক্ষ করিতেছি ইহার কারণ কি, তাহাতে উদার সিংহ রোদন করিয়া পূর্ব্ব সম্পদ ও লম্পট বয়স্য গণের অবিশ্বাস্য ব্যবহার এবং মনোগত রাজ্যাভিলাষাদি জ্ঞাপন করেন, পর দুঃখ প্রহরণ প্রদক্ষ মহারাজ বিক্রমাদিত্য উদার সিংহের বিলাপবাক্যে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া কহিলেন পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ দুঃখাদিকে চিরস্থায়ী করেন না, প্রতিক্ষণে কুলাল চক্রেরন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন, যিনি তোমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের প্রভুত্ব দিয়া এই ক্ষণে দুঃখে পতিত করিয়াছেন তিনিই পুনর্ব্বার তোমার অজ

সকলকে সুখ তরঙ্গে পর্য্যাপ্ত করিবেন, চিন্তা কি, মনোযোগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, ইত্যাদি প্রকার বারম্বারালাপে ভোজন সমাপ্ত হইলে এক গৃহ মধ্যেই দুইজনে শয়ন করি লেন এবং উদার সিংহ নিদ্রাপ্রাপ্ত হইলে বিক্রমাদিত্য মহারাজ তাল বেতালকে কহিলেন এই ব্যক্তি কোন প্রকারে জানিতে না পারে এমত ভাবে নীত করিয়া ইহাকে আমার অন্তঃপুরস্থ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাও, এবং আমাকেও লইয়া চল, তাল বেতাল এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণমাত্রে দুই জনকে রাজপুরে নীত করিয়া রাজ্যেশ্বরের বিচিত্র কোমল শয্যাতে উদার সিংহকে রাখিল তৎপরে রাত্রি প্রভাত কালে মহীপতি অগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া অনুচর গণকে আজ্ঞা দিলেন এই ব্যক্তিকে সকলে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন কর, এবং রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সভাসদ্বর্গ আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে ইহার সঙ্গেও সেই রূপ করিবা, কিন্তু এই রাজসিংহাসন আমার কিম্বা আমি এই স্থানে উপস্থিত আছি ইহা যেন প্রকাশ হয় না অনন্তর উদার সিংহ জাগরিত হইয়া দেখেন তিনি অন্যত্র নীত হইয়া অত্যুত্তম শয্যাশায়ী ছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অনুচর বর্গ তাঁহাকে মহা রাজ সম্বোধনে প্রণতি করিয়া যথাবিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইল আরো শ্রবণ করিতে লাগিলেন স্মরণ কারক ভৃত্য বারম্বার উচ্চস্বরে স্মরণ করাইতেছে, হে মহারাজ, রাজকার্য্যের সময়

উপস্থিত হইল, মন্ত্রি সকল সমাগত হইয়াছেন সিংহাসনারো হণ করিতে আজ্ঞা হউক, এই সকল দর্শন শ্রবণে উদার সিংহ বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনুভব করিলেন পরমেশ্বর স্বেচ্ছাধীন এই অনির্ব্বচনীয় সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এক রাত্রির মধ্যে আমাকে রাজা করিবেন আশ্চর্য্য কি, তাঁহার কৃপাতেই আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবে কিন্তু এ পদ চিরস্থায়ী নহে অতএব যদর্থে সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি অগ্রে তাহা সমাপ্ত করি, মনেং ইহা স্থির করিয়া ক্ষণমাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন এবং মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন সাহনামক যে প্রসিদ্ধ রাজ্য আছে তদ্দেশীয় উদার সিংহ নামক বণিককে তাহা প্রদত্ত হইল আর অমুকং লোক যাহারা উদার সিংহের নিকট উপকৃত হইয়া তাঁহার দুর্দ্দশা সময়ে কৃতঘ্নতা ব্যবহার করে নাই তাহারদিগের তাবৎ সম্পত্তি উদার ভাণ্ডারে রক্ষিত হউক, তৎপরে নৃপতির আজ্ঞাদিষ্ট মন্ত্রিবর্গ তাহা সম্পন্ন করিলেন, ইত্যাদি রূপে রাজকার্য্যে দিবাবশেষ হইলে রজনীতে উদার সিংহ আহারাদি করিলেন সেই সময়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞানুসারে তাল বেতাল প্রচুর ঐশ্বর্য্য সহিত উদার সিংহকে তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আসিল কিন্তু এই সকল ব্যাপার কি রূপে হইয়াছিল তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই, হে ভূপাল নন্দন মলয়দেব, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এক সন্ধ্যা আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এই

উপকার স্বীকারে উদার সিংহের এত প্রত্যুপকা করিলেন, অতএব উপকারির প্রত্যুপকার অবশ্য করিবে ইহাই সৎ স্বভাবের চিহ্ন, তথাচ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "সতএব সতাং নিত্য মাপদুদ্ধারণক্ষমাঃ। গজানাং পঙ্কমগ্নানাং গজএব ধুরন্ধরাঃ,, অর্থাৎ সৎলোকেরাই সৎলোকেরদের আপদুদ্ধার করণ যোগ্য হয়েন যেহেতুক পঙ্কমগ্ন হস্তিদিগের উদ্ধার হস্তিরাই করে।

এক সময়ে রাজকুমার মলয়দেব স্ববয়স্যবর্গ সহিত নিভৃত স্থানে প্রমোদ করিতেছিলেন এইকালে আচার্য্য সমাগত হইলে রাজকুমার কহিলেন, হে গুরো, আসিতে আজ্ঞা হয়, এই আসনে অবস্থান করুন আমি বয়স্যগণকে বিদায় করিয়া নীতি শিক্ষা শ্রবণ করিতেছি, ইহাতে হরিহরাচার্য্য দেখিলেন রাজকুমার প্রমাদ করিতেছেন অতএব সেস্থান হইতে অন্তর হইয়া অন্যত্রাবস্থান করিলেন, কিঞ্চিৎকাল পরে বয়স্যবর্গকে বিদায় করিয়া সমাগত হইয়া রাজপুত্র দেখিলেন অধ্যাপক তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, অতএব রাজনন্দন ভীত হইয়া সন্ধান দ্বারা জানিলেন অধ্যাপক নিকটস্থ দেবালয়ে উপবিষ্ট হইয়াছেন তাহাতে নৃপতি পুত্র তাঁহাকে আবাহন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহামহিম নীতিকুশল জ্ঞানাচার্য্য হরিহরাচার্য্য, অদ্য কি আপনকার প্রতি আমার বিবেচনার শৈথিল্য হইয়াছে

নতুবা আসন পরিত্যাগ করিয়া মহাশয় দেবমণ্ডপে কেন গেলেন, আমি অজ্ঞান শিষ্য আপনকার শাসন যোগ্য যদি অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়, রাজপুত্রের বিনীতি বাক্যে হরিহরাচার্য্য ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে রাজ কিশোর, তোমার কোন অপরাধ হয় নাই আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রমোদ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম যদিও রাজকুমার আমার নিকট কোন বিষয় গোপন করেন না তথাচ জ্ঞানি লোকেরা কহেন রাজবংশের প্রমোদ স্থলে অপর ব্যক্তিরা অবস্থান করিবেন না যদি করেন তবে কেবল রাজবংশের অনিষ্ট সম্ভাবনীয় এমত নহে আপনাকেও ঘোর বিপদে অবস্থাপিত করিতে হয়, হে ধরাপাল কুলধ্বজ, ইহার এক ইতি হাস বলি ইহাতে বোধ হইবে একের প্রমোদ স্থলে অপরের অবস্থান কোন প্রকারেই উচিত নহে।

হৈমন্তিক রাজ্যে হেমন্তনাথ নামে এক রাজা ছিলেন তিনি রাজনীতি জ্ঞানে অতি পারদর্শী, প্রজা সকলকে স্বপুত্র বৎ প্রতিপালন করিতেন, ঐ রাজকুলে পুরুষানুক্রমে এক নি য়ম ছিল বিবাহের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিতে হইত তাহাতে রাজপুরুষ এই প্রতিজ্ঞা লিখিতেন যদ্যপি তিনি অন্য স্ত্রী গামী হয়েন তবে রাণী তাঁহার স্বেচ্ছাধীন যাহা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাই করিতে পারেন এবং পক্ষান্তরে রাণীও এই রূপ লিখিয়া দিতেন তাঁহার কুব্যবহার দেখিলে রাজা

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দণ্ড করিতে পারিবেন, রাজাংশের মধ্যে এই পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম প্রযুক্ত উক্ত ব্যবহার প্রজাগুলেও বিশেষ প্রবল রূপে চলিত হইয়াছিল, অতএব হৈমন্তিক দেশীয় লোকেরা কস্মিনকালে শ্রবণ করিতেন না পৃথিবীর মধ্যে ব্যভিচার নামে কোন কুকার্য্য আছে,এই নিয়ম বলে হৈমন্তিক বাসি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিতেন তাহাতে কেহ কাহার প্রতি অবিশ্বাস করিতেন না, এক সময়ে অন্য রাজ্য হইতে মঙ্গলা নামে এক বেশ্যা হেমন্ত নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, ঐ রূপাজীবা স্বীয় যৌবন গুণ সৌরূপ্যে পুরুষ মাত্রের মনোহরণ করিতে পারিত, কিন্তু হেমন্তনাথের সহিত কৌতুক ভঙ্গী ইঙ্গিত কটাক্ষাদি করিয়া দেখিল রাজা কোন প্রকারেই তাহার ব্যবসায় কার্য্যার্থে মনোনিবেশ করিলেন না তাহাতে মঙ্গলা অতি চমৎকৃতা হইয়া জ্ঞান করিল এই মহীপাল অবশ্যই ক্লীব হইবেন অতএব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,হে নৃপতি,আমি বেশ্যা,কোন বিশেষ প্রয়োজন বশত আগমন করিয়াছি, অভিলাষ এই যে গোপন স্থানে ভূপালের সহিত সাক্ষাৎ করি, মঙ্গলার এই বাক্যে রাজা স্বীকার করিলেন সায়ংকালে গুপ্তগৃহে সাক্ষাৎ করিবেন কিন্তু বেশ্যানাম শ্রবণে রাজা এবং সভাস্থ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন বেশ্যা কাহাকে বলে আমরা জানিনা তাহাতে মঙ্গলা কহিল,

হে ভূপাল, বেশ্যা শব্দের যে অভিপ্রায় তাহা সভা মধ্যে প্রকাশ যোগ্য নহে, অতিগোপনে ব্যক্ত করিব তৎপরে মঙ্গলা তৎকালীন বিদায় হইলে হেমন্তনাথ নৃপতি রাজ মন্ত্রিকে কহিলেন, হে মন্ত্রি, বেশ্যাশব্দ কোন বিখ্যাত দেশীয় রাজমহিষীর উপাধি বিশেষ হইবে, এই স্ত্রীলোক পরমাসুন্দরী এবং ব্যবহারেও অতি মান্যার ন্যায় জ্ঞান হইয়াছে বিশেষত আমার সহিত সঙ্গোপনে সাক্ষাৎ করণের প্রার্থনা করিলেন অতএব অনুমান করি কোন রাজরাণী রাজ্যচ্যুতা হইয়া সাহায্যার্থ আমার নিকট আসিয়াছেন, সম্প্রতি ইহাঁর বাসস্থলে রাজকীয় সম্ভ্রম যোগ্য আহারীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ কর, পরে রাজাজ্ঞানুকারি মন্ত্রী নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্যাদি সহিত মঙ্গলার নিকট একশত সুবর্ণ প্রেরণ করিলেন তৎপরে দিবাবসানে মহারাজ ক্রীড়াকাননস্থ গুপ্তগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং মঙ্গলা ও তথায় গমন করিয়া অশঙ্কিত নৃপতিকে ব্যবহার দ্বারা বেশ্যা শব্দার্থ শিক্ষাদান করিল,তাহাতে রাজা ঐ স্ত্রীলোকের সহিত এই নির্ব্বন্ধ করিলেন প্রতিদিন সায়ং সময়ে কেলিমণ্ডপে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন অনন্তর প্রত্যহ সেই গৃহে রাজার সঙ্গে মঙ্গলা রঙ্গ করে এই রূপে কিঞ্চিৎ কালের পর পট্টমহিষী শ্রবণ করিলেন অনিশ্চিত কোন দেশীয় এক রাণী আসিয়াছেন তিনি প্রতি দিবস কেলি গৃহে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন অতএব মহারাণী হঠাৎ সায়ং সময়ে কেলি

স্থলে উপস্থিতা হইয়া দেখিলেন হেমন্তনাথ মঙ্গলাসঙ্গে অন
ালাপে নিমগ্ন হইয়াছেন ইহাতে রাজপট্টমহিষীর আশ্চর্য্য
জ্ঞান হইল যেহেতুক স্ত্রীলোকেরা স্বামি ভিন্ন অন্য পুরুষের স
হিত ইন্দ্রিয় ক্রিয়াতে উপরক্তা হন রাণী তাহা জানিতেন না
কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলেন এবং তাঁহার আগমনে রাজা ও মঙ্গলা
উভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন ইহাতে
রাজ্ঞীর নিতান্তই জ্ঞান হইল কাননকেলি গৃহে উভয়ের গুপ্ত
কেলি হইয়াছে অতএব হৈমন্তিক রাজমহিষী স্বদেশায় প্রাচীন
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন প্রযুক্ত দোষাভিষিক্ত হেমন্তনাথ নৃপতিকে
অস্ত্রাঘাত করণার্থ দাসী সকলকে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে
দাসীরাও রাজার প্রতি উদাসী হইয়াছিল কিন্তু রাজা তৎ
ক্ষণাৎ মহারাজ্ঞীর শরণাপন্ন হইলে রাণী স্বভর্ত্তার সমানরক্ষা
জন্য প্রাণাঘাত করিলেন না কেবল মহারাজের মস্তক মুণ্ডন ক
রাইয়া দিলেন, এবং হৈমন্তিক দেশে ব্যভিচার সঞ্চারিণী দুশ্চা
রিণী মঙ্গলা বেশ্যার নাসাচ্ছেদ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করি
লেন, রাজার এইগোপনীয় ব্যাপার অন্যলোকে দেখে নাই কে
বল রাজার অতি প্রিয় শুকপক্ষী নিকটে ছিল, রাণী ও তাহার
প্রতি স্নেহ করেন ইহাতেই মহারাজ বিবেচনা করিলেন এই
শুক আমার অসুখের কারণ হইয়া মঙ্গলার সহিত গোপন
ক্রিয়া মহিষীর গোচর করিয়াছে এই কারণ রাজা নির্দ্দোষ প
ক্ষিকে সংহার করিলেন অতএব, হে রাজকুমার, জ্ঞানি লোকেরা

অন্যের প্রমোদ স্থলে অবস্থান করিবেনা বিশেষ রাজার,যদিও তুমি বালক তথাচ আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিতে পারিনা,ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "বালোপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি,,অর্থাৎ মহীপাল বালক ও মনুষ্য এমত জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিবেক না যে হেতুক রাজমূর্ত্তি মহতী দেবতা,মনুষ্যাকারে অবস্থান করেন।

হে রাজ কুমার, অপারদর্শি লোক সকল আপনারদিগকে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অন্য দত্ত পরামর্শকে তুচ্ছজ্ঞান করেন কিন্তু নীতিজ্ঞান দক্ষেরাও স্বস্ববুদ্ধিতে নির্ভর না করিয়া অন্য লোকের পরামর্শের অপেক্ষা রাখেন, তাঁহারা বোধ করেন পরমেশ্বর একাধারে এতাদৃশ জ্ঞান প্রদান করেন নাই এক ব্যক্তির জ্ঞানদ্বারা সকল বিষয় উত্তম রূপে বিবেচিত হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তা আধার ভেদে ভিন্ন২ বুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন এবং সকলকেই ভ্রমের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, ভ্রম বশত কর্ত্তব্য কার্য্যের তাবদ্দোষ গুণ এক ব্যক্তির বোধগম্য হয় না অত এব জ্ঞানি লোকেরা কার্য্যারম্ভে দম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানি গণকে বা তদভাবে সমীপস্থ লোক সকলকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করেন, হে প্রিয় শিষ্য, আমি দর্শন করিয়াছি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভূবিখ্যাত ব্যক্তিরা অতি সামান্য২ কার্য্যেতে

সন্নিহিত ভৃত্যাদিকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং সে জিজ্ঞাসায় এই পরমোপকার দৃষ্ট হইয়াছে আপনার দিগের বিবেচনা দ্বারা কর্ত্তব্য কার্য্যের যে সকল দোষ প্রকাশ হয় নাই সামান্য জ্ঞানি ভৃত্য বর্গের বুদ্ধিতেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, পরমেশ্বর কাহার বুদ্ধির কি পর্য্যন্ত শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন মনুষ্যের জ্ঞানে তাহার সীমা দৃষ্টি হয় না অতএব যদিও ব্যক্তিরা বিশেষ দোষ গুণ বিবেচনা পারক্ষম হয়েন তথাচ অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ম্ম করিবেন আর যদি বা

জিজ্ঞাসা করণে গৌরব লাঘবানুভব করেন তথাচ আত্মীয় লোকেরা এবং সমীপস্থ ভৃত্যেরা স্বয়ং প্রবর্ত্ত হইয়া যাহা বলেন অবশ্যই তাহা শ্রবণ করিবেন, উপস্থিত কার্য্যের গুণ সকল কার্য্যকর্ত্তার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া দোষদৃষ্টির বাধা জনক হয় অতএব কার্য্যকর্ত্তা ক্রিয়মাণ কার্য্যের দোষ দর্শন করিতে পারেন না কিন্তু মনোহর কার্য্য গুণে অনাবদ্ধ অপর লোকেরা তাহার দোষাংশকেই অগ্রে দর্শন করেন অতএব জ্ঞানি লোকেরা সমীপস্থ লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া নির্দ্দোষ জানিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন যদ্যপি তাহা না করিয়া আপনাকে বুদ্ধিমানাভিমানে গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তবে প্রায় সর্ব্বস্থলেই সে কার্য্য কার্য্য কর্ত্তার অগৌরবের হেতু হয় যেমন দেবকুমারী রাজ কন্যার বিষয়ে দেবীকুমার নামক যুবার বিপদ ঘটিয়াছিল সেই রূপ।

দেব নদীর পূর্ব্বতীরে অগ্নিদর্প নামক মহারাজের সুশোভিত রাজনগরে দেবীকুমার নামা এক যুবা বসতি করিতেন ঐ সুকুমার দেবীকুমার নানা বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়া অত্যুত্তম জ্ঞানবান হইলেন তাহাতে জ্ঞাতিকুটুম্বাদি পরিবারেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আশা করিয়াছিলেন তিনি সকলের উপকার করিবেন কিন্তু ঐ যুবা বয়োধর্ম্ম প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া দুরাশার উপাসক হইলেন, দেবীকুমার শিক্ষাকালে ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন পরে যোষিদ্বর্গ সংসর্গে স্বাধীনত্বরূপে নারীসম্ভোগে আসক্ত হইলেন এবং কিয়ৎকালানন্তর শ্রবণ করিলেন কামক্ষেত্র নামক রাজপুরে সুন্দরীরা অনেকে বাস করেন অতএব কামক্ষেত্র রাজধানীতে গমন করিয়া রাজপুরচারিণী কামিনীবর্গ সহিত প্রেমালাপ করিলেন তাহাতে ঐ কামিনী সকল দেবীকুমারের অর্থ দাসী হইয়া রাজকন্যার সাক্ষাতে ঐ যুবার নানা প্রকার অদ্ভুত গুণ উপবর্ণন করে, রাজকন্যাও কামক্রিয়াসাধন বিষয়ে এক প্রকার স্বাধীনা ছিলেন তাঁহার পরিচারিকাগণ সঞ্চারিকা হইয়া নায়ক সন্নিধান করাইত, দৈবাধীন ঐ রসিক যুব সহিত প্রেমালাপ হইবায় দাসী সকল রসিকা রাজবালিকার সাক্ষাতে দেবীকুমারের গুণজ্ঞান বর্ণন করিয়া রাজপুত্রীকে চঞ্চলা করিল, এই প্রকারে রাজকন্যার সহিত প্রণয়ের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল কিন্তু বহুতর প্রহরী বেষ্টিত রাজপুরীতে ভিন্ন দেশীয়

লোকের গমনাগমন অতি কঠিন এবং রাজপুত্রীও স্বেচ্ছাধীন বহির্গতা হইতে পারেন না অতএব তৎকালীন তাঁহারদিগের প্রণয়ানুরূপ কার্য্যসাধনে অক্ষম হইয়া দেবীকুমার স্বধামে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু প্রেমসূত্রের উভয় সীমাতে উভয়ের অন্তঃকরণ দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিল, দেবীকুমার স্বকার্য্য সাধনার্থ এক বুদ্ধিমান বন্ধুকে কামক্ষেত্র নামক রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং ঐ বন্ধু তথায় গমন পূর্ব্বক এমত সুযোগ করিয়াছিলেন স্বাধীনত্ব রূপেই দেবীকুমার দেবকুমারীর অন্তঃপুরে যাইতে পারিতেন কিন্তু দেবীকুমার যখন দেখিলেন শঙ্কাহীন হইয়া রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন তখন কামক্ষেত্র নামক রাজধানীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশাৎ সেই প্রিয় বন্ধুর পরামর্শের বিপরীত পথগামী হইলেন ইহাতে ঐ মিত্র বহু প্রকার নিষেধ করিয়াছিলেন তথাচ কামাসক্ত যুবা মিত্র পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যাহাতে আত্ম বিপন্নিকটস্থ হইবে সেই রূপ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন তৎকালীন তিনি এমত বোধ করিলেন তাঁহার তুল্য বুদ্ধিমান পৃথিবীতে দুর্লভ স্বয়ং যাহা বিবেচনা করেন তাহা অন্য লোকের বোধগম্য হয় না এবং অন্যেরা যদ্যপি তাঁহার বিবেচিত বিষয়ে দোষোল্লাস করে তবে তাহারদিগকে নির্ব্বোধ বলিতেন, এই অভিমানে ক্রমশ বন্ধুলোকের ও নিকটস্থ ভৃত্য বর্গের তাবৎ পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন তাহাতে ঐ